বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬১, সংখ্যা ০৩, ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৩, মার্চ ২০১৭

এ সংখ্যায়

- উত্তাল মার্চ
- প্রেসিডেন্ট’স স্কাউট মূল্যায়ন ক্যাম্প
- “পথশিশু স্কাউটদের সঙ্গে কিছুক্ষণ”
- ১৭তম অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প
- বিপি’র আত্মকথা
- তথ্য প্রযুক্তি
- স্বদেশ-বিবৃতি
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

DESCO
POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গিকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

গ্রাফিক্স
মো. জিলানী চৌধুরী

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

অগ্রদূত প্রকাশনার ৬১ বছর

বর্ষ ৬১ ▪ সংখ্যা ০৩
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৩
মার্চ ২০১৭

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত®
AGRADOOT

সম্পাদকীয়

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখের রাতে মুক্তিকামী নিরস্ত্র বাঙালির উপর রক্তাক্ত হামলা চালায় পাকিস্তানি হায়না সেনারা। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পাক সেনাদের গোলাগুলিতে বিভীষিকাময় হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা শ্রুত' বাঙালি জাতি আগে থেকেই পাকিস্তানিদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলো। কাজেই পাকিস্তানি সেনাদের জঘন্যতম আচরণের প্রতিবাদে সর্বত্র গড়ে তোলো হয় প্রতিরোধ। তারপর শুরু হয় পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ। দেশের আবাল, বৃদ্ধ-বনিতাসহ বহু যুব কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের দৃপ্ত শপথে গড়ে ওঠে প্রতিশ্রুতি, দেশকে স্বাধীন করবো। মুক্তির জন্য যুদ্ধ শুরু করে মুক্তিযোদ্ধারা। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে শত শত শহীদদের আত্মাহুতি, মা-বোনদের ইজ্জত আত্মদানের বিনিময়ে বীর বাঙালি ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার লাল সূর্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্ন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের এ দিনটি যখন ক্যালেন্ডারের পাতা ঘুরে আমাদের মাঝে ফিরে আসে তখন আমরা উজ্জীবিত হই। জাগ্রত হয় আমাদের মাঝে স্বাধীকার -স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবোধ। আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সে সব বীর সন্তানদের যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা, একটি স্বাধীন ভূখন্ড বাংলাদেশ ও তার লাল-সবুজ শোভিত একটি পতাকা।

বাংলাদেশ স্কাউটস প্রতিবছরের ন্যায় এবারও স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী ও আলোচনা সভা করেছে। এছাড়াও কাব স্কাউট-রোভার স্কাউটস বয়সী ছেলে-মেয়েরা প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসনের সহায়তায় এ দিবস উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক প্যারেড-আনন্দ শোভাযাত্রা, র‍্যালী এবং সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার দৃপ্ত প্রত্যয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্কাউট সদস্যরা অগ্রগামী ভূমিকায় অব্যাহতভাবে অবদান রেখে যাবে এই হোক আমাদের অঙ্গিকার। সাফল্য-সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্পর্শে জাগ্রত বাঙালি সমাজ হোক সমৃদ্ধ।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি শিল্পী শাহাবউদ্দিন আহমেদ-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর অংকিত।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত

প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স

ডিজিটাল আপডেট

ফেব্রুয়ারি ২০১৭

জাতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ভাষা শহীদদের স্মরণ করল

প্রভাতফেরিতে খালি পায়ে হাজারো মানুষের কণ্ঠে অমর একুশের কালজয়ী গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। হাতে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে ফুল। শ্রদ্ধার ফুলে ফুলে ভরে উঠে শহীদ মিনার।

জাতি ২১ ফেব্রুয়ারি এভাবে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ভাষা শহীদদের স্মরণ করল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য, মায়ের ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহীদদের। রাজধানীসহ সারা দেশে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও অমর একুশে। বাংলাদেশ স্কাউটসের পক্ষে বাংলাদেশ স্কাউসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা মহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জনানানো হয়। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউসের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন, নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিসসহ রোভার অঞ্চল, নৌ, এয়ার ও রেলওয়ে অঞ্চলের প্রতিনিধি, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ এবং রোভার স্কাউটসের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সারা দেশের কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও লিডারগণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান, উপজেলা, জেলায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জনগণের গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। এটি

● ২ পৃষ্ঠার ১ এর কলাম ›››

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

উত্তাল মার্চ	০৩
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিন	০৪
জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট মূল্যায়ন ক্যাম্প-২০১৭	০৫
"পথশিশু স্কাউটদের সঙ্গে কিছুক্ষণ"	০৭
প্রসঙ্গ: ১৭তম অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প ২০১৭	০৯
আত্মকথা– লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	১০
অন্তরে সেবাব্রতী – শেলী ইসলাম	১২
ভ্রমণ কাহিনী	১৪
জানা অজানা	১৫
স্বদেশ-বিবৃতি	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
চিত্র-বিচিত্র	২৫
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	২৬
ছড়া-কবিতা	২৭
তথ্য-প্রযুক্তি	২৮
খেলা-ধুলা	২৯
স্বাস্থ্য-কথা	৩০
স্কাউট সংবাদ	৩১
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

উত্তাল মার্চ

বাংলাদেশীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্চের ভূমিকা বেশ তাৎপর্যের। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বক্তব্য ও স্বাধীনতার ঘোষণা এবং আনুষ্ঠানিক মুক্তিযুদ্ধই পৃথিবী পরিমন্ডলে এক টুকরো স্বাধীন ভূখন্ডের জন্ম দেয়। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে জাতির আপামর জনসাধারণের অসাধারণ ত্যাগের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয়- চূড়ান্ত বিজয়। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে এইদিনে। জাতি পায় তাঁর লাল-সবুজ পতাকা।

বাঙালির মুক্তির আন্দোলনকে শ্বাসরোধ করতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে এ দেশের নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামের অভিযানে ঐ ২৫ মার্চ কালরাতের প্রথম প্রহরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চালানো হয় পৃথিবীর ইতিহাসে নারকীয় গণহত্যা। সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার হত্যাসহ পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে- রাজারবাগে পুলিশ, পিলখানায় ইপিআর, আনসারসহ সাধারণ জনগণকে। বাংলাদেশের সেই গণহত্যা বিংশ শতাব্দীর পাঁচটি গণহত্যার মধ্যে অন্যতম। এর প্রতিবাদে বাঙালি মুক্তিকামি জনগণ পরদিন ২৬ মার্চ থেকে গড়ে তুলে প্রতিরোধ। শুরু হয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ - “মুক্তিযুদ্ধ”।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. গাজী সালেহ উদ্দিন-এর এক পর্যালোচনা হতে জানা যায়- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরকারীভাবে স্বীকৃত প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালি শহীদ হন। পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধের গণহত্যায় যাঁদের আত্মত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশেও একই বাস্তবতা বিদ্যমান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জনগণের চলাচল ছিল খুব বেশী। সবাই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুঁটেছেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। পাক সেনাদের অত্যাচার-হত্যা শুরু হলে প্রায় ১ কোটি মানুষ আমাদের দেশ থেকে ভারতে পাড়ি জমাতে বাধ্য হন। পশ্চিম পাকিস্থানীদের টার্গেট ছিল আরও এক কোটি জনসংখ্যাকে ভারতে পাঠাতে সহায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানো। আর ত্রিশ লক্ষ শহীদের নামের তালিকা বাড়িয়ে এক কোটি করা। ভারতে ২ কোটি মানুষ স্থানান্তর এবং এক কোটি বাঙ্গালীকে হত্যা করা হলে বাকী সাড়ে তিন কোটি থাকবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। যার বেশীর ভাগ হবে- শিশু ও নারী। কার্যতঃ এক পঙ্গু রাষ্ট্রের জন্যে এর চেয়ে বেশী নীল নকশার আর প্রয়োজন পড়েনা। অন্যদিকে বিরঙ্গনাদের সংখ্যা নিরূপণ করা বেশ কঠিন। ধর্ষিতারা অনেকে কলঙ্কের ভয়ে তা স্বীকার করেননি। বিভিন্ন সূত্র বলেছে- ধর্ষিতার সংখ্যা দু'লক্ষ। ইটালীয় এক চিকিৎসা জরিপে ধর্ষিতার সংখ্যা পাওয়া যায় ৪০ হাজার। মার্কিন গবেষক সুসান বাউন মিলারের মতে ৪ লক্ষ। লন্ডনে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যানড প্যারেন্ট হুড ফেডারেশনের সমীক্ষায় ২ লক্ষ। আর সরকারি জরিপে তিন লক্ষ।

১১মার্চ ২০১৭; জাতীয় সংসদে ১৪৭ বিধিতে সাংসদ শিরীন আখতার পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতায় নিহতদের স্মরণে প্রতিবছর ২৫ মার্চকে ‘গণহত্যা দিবস’ পালনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটির ওপর দীর্ঘ চার ঘণ্টার সাধারণ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ প্রায় অর্ধশত সাংসদ অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধের ৪৬ বছর পর সেই ভয়াল রাতের স্মরণে ২০১৭ সাল হতে বাংলাদেশে ‘২৫ মার্চ’ পালিত হচ্ছে ‘গণহত্যা দিবস’।

২০১৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ ‘৯ ডিসেম্বর’ দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে। এই দিবসের মূল লক্ষ্য হল- গণহত্যা বিষয়ক প্রথার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং গণহত্যায় মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ ও সম্মান করা। এটি জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের নিজ জনগণকে গণহত্যার হাত থেকে বাঁচানোয় দায়িত্ব আছে। গণহত্যার উস্কানি বন্ধ করা ও গণহত্যা ঘটলে তা প্রতিরোধ করাও এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ‘জেনোসাইড কনভেনশন’ গৃহীত হয়েছিল বলে দিবসটিকে বেছে নেয়া হয়।

সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘গণহত্যা দিবস’ ঘোষণার বিষয়টি ইতিমধ্যে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে ২৫ মার্চকে ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত দিবসগুলো জাতীয়ভাবে পালিত হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবেও দিবসটি পালনের জন্য ইতিমধ্যে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। যুক্তি ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে এই স্বীকৃতি ৯ ডিসেম্বরের স্থলে ২৫ মার্চে গণহত্যা দিবস হিসেবে পরিবর্তন করে আনতে সফল হলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলবে বাংলাদেশীদের; ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’-এর সাথে ‘আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস’-এ বাঙালি ও বাংলাদেশীদের স্বাধীনতা অর্জনের বীরত্বগাঁথা স্মরণ করবে বিশ্ববাসী।

■ লেখক: ফরহাদ হোসেন
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান জাতীয় স্কাউট প্রাঙ্গনে জাতীয় শিশু দিবস ২০১৭-এর অনুষ্ঠানাদির উদ্বোধন করেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৭ উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। এ উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০১৭ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে জাতীয় স্কাউট ভবনের "শামস হল", কাকরাইল, ঢাকায় কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বেলা ১১টায় রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে কাব স্কাউটরা

জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট মূল্যায়ন ক্যাম্প-২০১৭

মূল্যায়ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী একজন তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে

শাল গজারী ঘেরা জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক গাজীপুরে ১৮-২০ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট মূল্যায়ন ক্যাম্প। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ দেশব্যাপী বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১১টি অঞ্চলের ৬৬টি কেন্দ্রে একযোগে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের লিখিত ও সাঁতার মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়ন কার্যক্রমে ১৯০১ জন স্কাউট অংশগ্রহণ করে এবং ৫৯৬ জন স্কাউট লিখিত ও সাঁতার মূল্যায়নে জাতীয় মান অর্জন করে। লিখিত ও সাঁতার মূল্যায়নে যে সকল স্কাউট জাতীয় মান অর্জন করেছে মূলতঃ তাদের নিয়েই জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হয় প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট মূল্যায়ন ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে লিখিত ও সাঁতার মূল্যায়নে যে সকল স্কাউট মান অর্জন করেছে তারা সুযোগ পায়, তাদের অর্জিত দক্ষতা, পারদর্শিতা, ব্যবহারিক এবং ব্যক্তিগত স্বাক্ষাতকার মূল্যায়নের জন্য। সকলে আবাসিক এই ক্যাম্পে তাঁবু বাসের পাশাপাশি স্কাউটরা তাদের অর্জিত জ্ঞান, নৈপুন্য ও ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শন করতে সামর্থ্য হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্কাউট বয়সীদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদ ও পিএস অ্যাওয়ার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়। যে কারণে পিএস অ্যাওয়ার্ড হল প্রতিটি স্কাউটের জন্য সর্বোচ্চ অ্যারাধনা যা অর্জন করতে তারা হয়ে ওঠে ব্যাকুল।

১৮ মার্চ, ২০১৭ তারিখ শনিবার ক্যাম্পের উদ্বোধনী সেশনে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) ও ক্যাম্প চীফ স্কাউটার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান অ্যাওয়ার্ডী, ইউনিট লিডার ও মূল্যায়নকারীগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে, গুরুত্ব ও নিয়মাবলী সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। স্কাউটদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন পিএস অ্যাওয়ার্ড কাউকে দেয়া যায় না। এটি অর্জন করে নিতে হয়। উদ্বোধনী সেশনে ক্যাম্প পরিচালনা পরিষদ ও মূল্যায়নকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী সেশনের পর স্টেশন ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু হয়। মূল্যায়ন ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের ৩০টি গ্রুপে ভাগ করা হয়।

এক নজরে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট (পিএস) অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন ক্যাম্প-২০১৭

লিখিত ও সাঁতার মূল্যায়নে মান অর্জনকারী পি এস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীর সংখ্যা ৫৯৩ জন

মোট উপস্থিতি	৫৫৯ জন
(ছেলে ৩৮৪ জন ও মেয়ে ১৭৫ জন)	
মোট অনুপস্থিত	৩৭ জন
ক্যাম্প পরিচালনা পরিষদ	১৮ জন
মূল্যায়নকারী	৮০ জন
ইউনিট লিডার	১৩৪ জন
অভিভাবক	০৬ জন
স্বেচ্ছাসেবক রোভার স্কাউট	১৮ জন
সাপোর্ট স্টাফ	২৫ জন

গ্রুপের নামকরণ করা হয় সংখ্যার ক্রামানুসারে। সদস্য, স্ট্যান্ডার্ড, প্রোগ্রেস, সার্ভিস ও পিএস এর জন্য ৪টি করে ২০টি; ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য ৪টি ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের জন্য ৬টিসহ মোট ৩০টি স্টেশনের মধ্যে ৭টি স্টেশনে গিয়ে একজন স্কাউটকে তার দক্ষতা প্রদর্শন করতে হয়েছে। স্টেশন গুলোতে বাদ যায়নি কোন কিছু। ব্যাজভিত্তিক দক্ষতা ও পারদর্শিতাসহ প্রায় সকল বিষয়ের স্টেশনসমূহে নেয়া হয়েছে অ্যাওয়ার্ড প্রার্থী যোগ্যতা ও দক্ষতার নমুনা। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁবু জলসায় উপমূল্যায়নের জন্য দলীয় উপস্থাপনা তৈরী করতে হয়েছে। ব্যস্ত সময় ও প্রতিকুল আবহাওয়া থাকলেও নির্ধারিত সময় মেনে দলীয়ভাবে উপস্থিত হতে হয়েছে এক স্টেশন হতে আরেক স্টেশনে।

অনুশীলন চলছে

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক মূল্যায়ন ক্যাম্পের প্রথম দিন অংশগ্রহণকারী পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের দেখার জন্য ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং স্কাউটদের সাথে কথা বলেন বিভিন্ন বিষয়ে খোজ খবর নেন।

মূল্যায়ন ক্যাম্পে ইউনিট লিডার: বিগত বছরের ন্যায় এবারও মূল্যায়ন ক্যাম্পে অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের ইউনিটের স্কাউট লিডারকে ক্যাম্পে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণকারী ইউনিট লিডারগণের মধ্যে থেকে ৩০টি গ্রুপের জন্য ৩০ জন স্কাউট লিডার বাছাই করে গ্রুপের কাউন্সিল এর দায়িত্ব দেয়া হয়। স্কাউট লিডারগণ মূল্যায়ন কর্মকান্ডের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে না পারলেও মূল্যায়নের বিষয়াদি দুর থেকে অবলোকনের সুযোগ পেয়েছেন।

ক্যাম্প ফায়ার: ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিন ছিল রবিবার। পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পৃথক পৃথক এলাকায় পরিচালিত হলেও তাঁবু জলসা

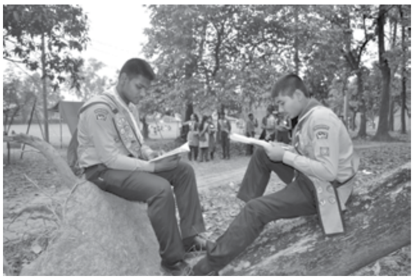

একসাথে অনুষ্ঠিত হয়। মনযূর উল করীম অডিটোরিয়ামের সামনে খোলা জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী স্কাউট ও মূল্যায়নকারীদের উপস্থাপনায় আকর্ষণীয় তাঁবু জলসায় ক্যাম্প চীফ কো-অর্ডিনেটর, মূল্যায়নকারীসহ স্কাউট লিডার ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্প সমাপনি: মূল্যায়ন ক্যাম্পের ৩য় দিন ছিল সোমবার। সকল অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীর মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ কেটে চোখে মুখে ক্লান্তি দৃশ্যমান। তারপরেও প্রায় সকলের মুখে রয়েছে আনন্দ ও তৃপ্তির হাসি। অভিজ্ঞতা ব্যক্তকরণে প্রকাশ পেয়েছে। মূল্যায়নকারীগণের আন্তরিকতা ও দক্ষতার। অনেকেরই প্রশ্ন ছিল কবে জানা যাবে ফলাফল? সূচারুরুপে মূল্যায়ন ক্যাম্প পরিচালনার জন্য প্রোগ্রাম বিভাগকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে অনেকেই। প্রোগ্রাম বিভাগ থেকে অনুরূপ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকলকে। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে সকলেই নিরাপদে ফিরেছে স্বজনদের কাছে। যা অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীদের পরবর্তী যেকোন প্রতিযোগিতামূলক মূল্যায়নে সাহসের সঞ্চার ঘটাবে।

প্রশিক্ষণের ক্যাম্পের বিভিন্ন পর্যায়

সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের সংগঠনে যুক্ত হওয়ার হাতছানি: বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের সংগঠন হলো Association of Top Achievers Scouts বা ATAS আর বাংলাদেশ স্কাউটস হতে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের সংগঠন হলো Bangladesh Association of Top Achiever Scouts বা B - ATAS এই ক্যাম্পে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে যারা পিএস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করবে তাদের নাম লেখা থাকবে জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

■ লেখক: মুহাম্মদ আবু সালেক
পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস

"পথশিশু স্কাউটদের সঙ্গে কিছুক্ষণ"

ফাও যখন চীফ গেস্ট

-সিকদার আনোয়ার

প্লেনে বিজনেস বা ফার্স্ট ক্লাসে শেষ মুহুর্তে আসন খালি থাকলে ইকোনোমি ক্লাশের ভি আই পি যাত্রীদের 'আসন' আপগ্রেড করে তথায় সম্মান দেয়ার রীতি কিংবা অনুষ্ঠানের চীফ গেষ্টের আগমন না ঘটলে স্পেশাল গেষ্টকে চীফ গেষ্ট বানানোর প্রক্রিয়া সনাতন। কিন্তু 'উঠ ছুড়ি তোর বিয়ে' বলে ফাও কে চীফ গেষ্ট বানানো এটি কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। সচরাচর এমনটা ঘটেও না। তা হলে ক্রেতা মাছ বিক্রেতাকে হরহামেশাই বলত, 'বাপু শুধু ফাও মাছটাই দাও, মূলটা রেখেই দাও তোমার ডালায়।'

প্রায় এক যুগ পূর্বে অগ্রদূতে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ/নিবন্ধ মাঝে মাঝে ছাপা হয়েছিল 'ফাও' এর ভ্রমন বা কোন অনুষ্ঠানে অনাহুত অংশগ্রহনের কাহিনী নিয়ে। পুরানো পাঠকের তা স্মরণে থাকতে পারে। অনেকে বেশ মজা পেয়েছেন, অনেকে 'ফাও' কে ঠাট্টা মশকরা করেছেন। অনেকে ভেবেছেন নেই কাজ তো খই ভাজ, বাপু একি কান্ড, অনধিকার চর্চা। তবে অনেকে 'ফাও' এর এসব কর্মকান্ডে বা অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছা অংশগ্রহণকে 'স্বেচ্ছাধর্মী কাজ' বলে উৎসাহিতও করেছেন। এক পর্যায়ে 'ফাও' কর্তৃক উক্ত ধরনের লেখালেখিতে ভাটা পড়ে। সবাই মেনে নিয়েছেন, যা হারিয়ে যায় তা আগলে ধরে রইব কত আর?

সম্প্রতিকালে আবার সেই 'ফাও' এর আবির্ভাব তথা পূনরাবির্ভাব ঘটেছে। ঘটনাটা খুলেই বলা যাক। ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত ১৪তম ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস সমাবেশ ৯-১৪ মার্চ-২০১৭ গাজীপুরের বাহাদুরপুরে রোভার স্কাউটস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। আর তাতে পথশিশুদের স্কাউটস ইউনিট দল অর্থাৎ টিকেট টু লাইফ (টিটিএল) প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ৬ টি টিটিএল স্কাউটস দল অংশগ্রহণ করে। টিটিএলের জাতীয় সমন্বয়ক হিসেবে পথশিশুদের ৬ টি দলের প্রতি বিশেষ নজর রাখার জন্য সমাবেশ প্রধান ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস কমিশনার জনাব শামীমুল হককে সমাবেশ শুরুর পূর্বেই অনুরোধ জানাই। তিনি অনুরোধ রাখবেন বলে আশ্বাস দিলেন। তবে বিনয় সহকারে বাড়তি তথ্য দিলেন যে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, লিডার্স নাইট ও তাঁবু জলসা- ইত্যাদিতে সকল অতিথি তালিকা ইতোমধ্যে চুড়ান্ত এবং ব্যানার ছাপানো হয়ে গেছে। তদুপরি তিনি আমাকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানান। আমি স্বভাবতই বিব্রত বোধ করি এ জন্য যে আমি হয়ত সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি, অথবা বলার জন্য যথোপযুক্ত সময় বেছে নিইনি। ততোধিক বিনয়ের সাথে নিবেদন করি যে, আমি সে ধরনের কিছু চিন্তা করিনি এবং চিন্তা করার কথাও নয়। শুধুমাত্র পথশিশুদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্যই অনুরোধ করা। তবে তাকে আমি এ কথাও বলি যে, সুযোগ পেলে আমি যে কোন দিন সুবিধামত সময়ে নিভৃতে সমাবেশ স্থলে চলে আসতে পারি।

টিটিএল এর সহকারী জাতীয় সমন্বয়ক বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালক জনাব রুহুল আমিনের সাথে আলাপ করে ১০ মার্চ ২০১৭ দুপুরে জনাব রুহুল আমিনসহ রওনা দিলাম। আমাদের লক্ষ্য সন্ধ্যার পূর্বেই দলগুলো দেখে ঢাকা ফেরত আসা। মাঝপথে জয়দেবপুর চৌরাস্তার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে বার্তা পেলাম সন্ধ্যা ৭.০০ টায় যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবার কথা তার প্রধান অতিথি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় উপস্থিত হতে পারবেন না। যাহোক প্রচন্ড যানজট অতিক্রম করে আমরা বাহাদুরপুর রোভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পৌঁছে আছর নামাযান্তে কয়েকজন এনসি, ডিএনসি এবং বয়োজ্যাষ্ঠ স্কাউট নেতাকে পেলাম। পেলাম জাতীয় কমিশনার তৌহিদ ভাইকে স্বপরিবারে। পুরানো মহব্বত জেগে উঠল সবার, ভালো কিছুটা সময় কাটালাম। আমাদের দেখভাল করলেন যথারীতি সমাবেশ প্রধান জনাব শামীম এবং তার ডেপুটি জনাব জোবায়ের ইউসুফ।

সংবাদ পেয়ে টিটিএলের স্কাউট ছেলে মেয়েরা হুড়মুড় করে মাঠে আসল, অশ্বখুড়াকৃতিতে দাড়ালো। সাথে তাদের ইউনিট লিডার/সহকারী ইউনিট লিডারগনও ছিলেন। খুব ভালো লাগল তাদের মধ্যে নিজকে দেখে। টিটিএল ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর হবার পর এটিই আমার তাদের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ, আবেগ তাড়িত হওয়াটা স্বাভাবিক। পরিচয় হল, কুশলাদি বিনিময় হল, তাদের অনুভূতি জানলাম, সমস্যা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলাম। কেউ কোন সমস্যা-অসুবিধার কথা বলল না। আবারও মনে পড়ল, এ জগতে হায় সে-ই কম চায় যার নেই ভুরি ভুরি। ঢাকা থেকে আনা সামান্য কেক ও ফলমূল তাদের দিলাম। খুব আনন্দিত মনে হল তাদের।

মাগরিবের পর টিটিএল দলগুলোর তাঁবু দেখতে বের হলাম। তাঁবু সাজানোর কাজ চলছে। ফিরে আসার পর গোল বাধল যত। সমাবেশ প্রধান জনাব শামীম আমাকে বললেন, স্যার ১ নং বিশেষ অতিথি, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) স্যার কে ফোনে পাচ্ছি না, মেসেজ দিয়েছি, লা জবাব। সুতরাং আপনি-ই ভরসা, আপনাকেই উদ্বোধন করতে হবে। তাজ্জব হবার কথা-ই। বললাম এ হতে পারে না, চীফ গেষ্ট, ১ নং বিশেষ অতিথি, ২ নং বিশেষ অতিথি এবং সভাপতি যে অনুষ্ঠানের নির্ধারিত, অনুষ্ঠানের পূর্ব মূহুর্তে 'ফাও' কর্তৃক এত বড় (১৭৯টি দল যোগ দিয়েছে) সমাবেশ উদ্বোধন করাটা বেমানান, বিসদৃশ্য। তাছাড়া আমার চলে যাবার তাড়া আছে। এ কথা শুনে সমাবেশ প্রধান হতাশ হলেন বৈকি। ছাড়া পাবার আশায় অগত্যা ফোন করলাম ১নং বিশেষ অতিথি এনসি সমাজ উন্নয়ন মহোদয়কে। তিনি জানালেন ঢাকা থেকে তিনি সাড়ে ৬ টার আগে রওনা দিতে পারবেন না। তবে তিনি হালকা রসিকতা আর বন্ধু সূলভ ঠাট্টা করে আমাকে-ই চালিয়ে যেতে বললেন আলাপের একপর্যায়ে। তবে আমি নাছোড়বান্দা, তাকে রাজী করালাম ইনিয়ে বিনিয়ে। যা হোক, এ কথা শুনে কারো কারো চক্ষু চড়কগাছ। আবহাওয়া ভাল নয়, ছেলে মেয়েরা কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? সাড়ে ৬টায় রওনা হলে অনুষ্ঠানস্থলে পৌছাতে এবং অনুষ্ঠান শুরু করতেই নিদেনপক্ষে সাড়ে ৮টা বা ৯ টা বেজে যাবে। গবেষণা চলতে থাক্ল কি করা যায় ?

তার ফাঁকে ফাঁকে দেখলাম ডেপুটি সমাবেশ প্রধান জোবায়ের ইউসুফ বেশ তৎপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সাজানোর জন্য। মাঝে মাঝে খোঁজও নিচ্ছেন অতিথিদের। সমাবেশ প্রধানের সাথে তার ডেপুটির ব্যাটে বলে ভালই সমঝোতা, সমন্বয়ের খেলা দেখলাম।

ইতোমধ্যে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছলেন সভাপতি তথা ঢাকার জেলা প্রশাসক জনাব সালাহ উদ্দিন। আড্ডার এক পর্যায়ে ঢাকার জেলা প্রশাসক সরাসরি প্রস্তাব করেই বসলেন "স্যার, সব স্কুল কলেজে স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করা উচিৎ।" আমার কি মত তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং জেলা প্রশাসক মহোদয়ের আগ্রহ আর স্কাউটিংপ্রেম আমাকে আবারও মনে করিয়ে দিল যে, ফাও হলেও আমার এ সমাবেশে আসা স্বার্থক।

এক পর্যায়ে 'ফাও' কে উদ্বোধক বানানো জরুরী হয়ে পড়ল যখন লক্ষ্য করা গেল যে, আবহাওয়া ক্রমান্বয়ে খারাপ হচ্ছে। ঝড়-বৃষ্টির আশংকা ঘনীভূত হচ্ছে। আয়োজকগন ক্রমশ তীব্রতর সক্রিয় হয়ে উঠলেন। আমি ঢাকা চলে আসার উদ্যোগ নিতেই সমাবেশ প্রধান এবং সভাপতি দু'জনে আবারও ১ নং বিশেষ অতিথি মহোদয়কে ফোন করলেন। এবার তিনি তার অপারগতা প্রকাশ করলেন। আর যাই কোথা? সমাবেশ প্রধান আমাকে ভাল করে আটক করলেন। আরো বললেন "স্কাউটরা সদ্য প্রস্তুত, স্যার আপনার সাথে ইউনিফর্মও আছে" সুতরাং...। আমি বললাম এক যুগ আগে কয়েক টার্ম ডিএনসি ছিলাম। তাছাড়া বাংলাদেশ স্কাউটস এলটি বানিয়েছে, ইউনিফর্ম তো থাকবেই। আর এড়ানো গেল না, তখন প্রায় সন্ধ্যা রাত ৮ টা/ সোয়া ৮টা, ২ নং বিশেষ অতিথিকে ফোন করে অতি সত্তর চলে আসতে বলেই- অনুষ্ঠান শুরু করতে বললাম। ব্যাপারটা এরকম: ঝড়ের আগমন, আমার প্রমোশন।

আয়োজকরা ভালোই প্রস্তুতি নিয়েছেন অনুষ্ঠানের। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে খুবই সংক্ষিপ্ত করতে হল। বৃষ্টিতে তাঁবুর ভেতর পানি ঢুকবে কিনা জিজ্ঞেস করতেই সমাবেশ প্রধান শামীম জানালেন যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, কোন অসুবিধা হবে না। অতপর ঢাকার পথে যাত্রার প্রস্তুতি নিতেই নাছোড়বান্দা জনাব শামীমের স্কাউটসুলভ অনুরোধ 'স্যার' খেয়ে যেতে হবে। বাইরে বৃষ্টি, ভাবলাম বৃষ্টি থামুক, আমরাও অনুরোধ রক্ষা করি। স্বস্ত্রীক ঢাকার জেলা প্রশাসক, স্বস্ত্রীক গাজীপুরের জেলা প্রশাসক এস এম আলমসহ সবাই খেতে বসলাম।

খাবার টেবিলে বসেই টের পেলাম বাড়তি আদর যত্ন। প্রথমে ধারণা করলাম ফাও থেকে চীফ গেষ্টে পদোন্নতির খেসারত বোধ হয়। কোয়াটার মাষ্টার জেনারেল (কিউএমজি), ডিকিউএমজি-দের পরিবেশনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে জিজ্ঞাস্যু নেত্রে একজনের দিকে তাকাতেই বেরিয়ে এল আসল তথ্য। 'স্যার আপনাকে আমি চিনি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক থাকাকালে আমাদের বাড্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেওয়াল পূননির্মাণে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন। স্যার, সিটি কর্পোরেশন এ ধরণের অনুদান দেয় না, কেবল আপনি বলেই আর আমাদের স্কুলের স্কাউটিং কার্যক্রম ভাল বলেই অনুদান দিয়েছেন, ইত্যাদি। বললাম থামুন। থামলেন। কিন্তু গতি জড়তার কারণে আবারও তৎপরতা শুরু করলেন। বলা বাহুল্য উনার নাম এহতেশামুর রহমান, শিক্ষক। প্রবণতা সংক্রমিত হল অন্যান্যদের মধ্যে, যেমন শিক্ষিকা বেগম আফরোজা খাতুন, ডিকিউএমজি। তিনিও মহাব্যস্ত।

'খাদ্যনেতা' কিউএমজি জনাব জি এন আর আবুল বাশার কেবল নিরবে তদরকি করে যাচ্ছেন, অভিজ্ঞতা দিয়ে সমন্বয় করে যাচ্ছেন। আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছেন কিছু লাগবে কিনা। জি এন আর আবুল বাশার ভাইয়ের চির অমলিন সেই হাসি আজো আছে মুখে। কিন্তু কথা বলার সেই আগ্রহ, উচ্চস্বরের ঘাটতি দেখা গেল। কারণটা কি এ রকম যে, হাসিতে প্রানশক্তি ক্ষয় হয় না, কথা বলাতে প্রাণশক্তির অপচয়/ ক্ষয় হয়। আর তাই কথা না বলে প্রাণশক্তি অক্ষয় রাখছেন স্কাউটিংয়ের জন্য!

ঢাকা যখন রওনা দেই তখন রাত সোয়া ৯ টা। রাস্তায় ভয়াবহ যানজট, বিরক্তকর। কিন্তু তাতে কি? মন প্রসন্ন। হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা আনন্দঘন মূহুর্তগুলো সবকিছু ছাপিয়ে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই জাগরূক থাকছে।

■ লেখক: সিকদার আনোয়ার, এলটি
টিটিএল ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ স্কাউটস ও ভারপ্রাপ্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রসঙ্গঃ ১৭তম অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প ২০১৭

তারিখটা ২৭ মার্চ। রাজশাহী জেলা থেকে আমার যাবার সৌভাগ্য হয় (মুলত এ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে প্রতি জেলা থেকে একজনের কোটা থাকে)। ২৬ তারিখ রাজশাহী থেকে রওনা হই। পরদিন সকাল ৮:০০ টায় স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজ, বোয়ালখালি, চট্টগ্রাম পৌঁছায়। তারপর সকালের নাস্তা শেষ করে সি.এন.জি. করে মেধস মুনির আশ্রমে (সনাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্রী শ্রী দূর্গা পূজার উদ্ভব ঘটে এইখানে) যাই। প্রথম দিন আমাদের জন্য ছিল রক ক্লাইম্বিং, পাইওনিয়ারিং ও নাইট হাইকিং। তবে এইদিন সবচেয়ে মজার ছিল নাইট হাইকিং। আমাদের সব কাজই ছিল দলভিত্তিক। আমার দলে আমরা ১১ জন ছিলাম। নাইট হাইকিং এ আমাদের শুধু মোমবাতির আলোতে পথ চলতে হয়েছিল। মোমবাতির চারিপাশে রঙিন কাগজ দেয়া ছিল এবং এই কাগজের উপরে বিভিন্ন প্রশ্ন লেখা ছিল। প্রতিটা দলের কাজ ছিল কাগজে লেখা ঐ প্রশ্নের উত্তর খাতায় লেখা। তবে কেউ যদি ঐ প্রশ্ন টচলাইটের আলো দিয়ে দেখার চেষ্টা করে তাহলে সে দল ডিসকোয়ালিফাই বলে বিবেচিত হবে। যাইহোক ঐদিন আমরা নাইট হাইকিং শেষ করলাম। পরদিন থেকে শুরু হল আমাদের মুল ট্র্যাকিং। আমরা মেধস মুনি আশ্রম থেকে কর্ণফুলি নদীর নাজিরের চরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমরা যখন পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তা আমাদের অনুকূলে ছিল না। কারন পথিমধ্যে কোথাও কাঁদা, কোথাও জল, আবার কোথাও হঠাৎ উঁচু বা নিচু। এছাড়া পাহাড়ি পথে চলার সময় নিজেকে অনেক সাবধানী হতে হয়। কারন জলের মধ্যে বড় বড় পাহাড়ি জোঁক। তাই পানিতে এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। এছাড়া ভয়ানক সাপ যে কোন সময় আক্রমন করতে পারে। ট্র্যাকিং এর সময় যদি কেউ ছবি তুলতে চায় তবে সে পিছিয়ে পড়বে। আর যদি কেউ একা পিছনে পড়ে যায় তবে বন্য হাতি আক্রমন করতে পারে। তাই সবসময় দলে থাকতে হয়। যাইহোক দীর্ঘ প্রায় ২০ কি.মি. পথ পায়ে হাটার পর আমরা নাজিরের চর পৌঁছালাম।

নাজিরের চরে আমরা রিভার প্রোগ্রাম, এমিউজিং ফায়ার, পাত্র ছাড়া রান্না, স্কাউট ওন ইত্যাদি প্রোগ্রাম গুলো শেষ করি। পাত্র ছাড়া রান্নার ক্ষেত্রে আমাদের শুধু ১টি বাঁশের চোঙা দেয়া হয়। আমরা বাঁশের চোঙার ভিতর চাউল দিয়ে পরিমাণ মত জল দেই। তারপর তার চারিপাশ দিয়ে আগুন দেই, এরপর মাংশ গুলো মশালা মাখিয়ে চিকন তারের সাথে আটকিয়ে আগুনের উপর ধরি। আর ডিমগুলোর চারিপাশে কাদা লাগিয়ে আগুনের মধ্যে দেই। স্কাউট ওন অনুষ্ঠানের সময়টা আমি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করছিলাম। নদীর জল বয়ে চলেছে, মৃদু বাতাস, চারপাশে জোনাকি পোঁকার আলো, নদীর ঢেউয়ের কলকল ধনি। সবমিলিয়ে আমি নাজিরের চরের প্রেমে পড়লাম।পরদিন সকালে আমরা বান্দরবানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বাস চলছিল পাহাড়ের উপর দিয়ে, আর রাস্তার দুই পাশের উঁচু সবুজ পাহাড় গুলো মনে হচ্ছিল আমাদেরকে পাহারা দিচ্ছে। আমরা দুপুর ১:০০ টার দিকে বান্দরবান পৌছাঁলাম। ওখান থেকে আবার ৩:০০ টার দিকে আমরা বগালেকের (বাংলাদেশের সর্ব্বোচ্চ লেক) উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। একটানা ৬ ঘন্টা পায়ে হাঁটার পর আমরা বগালেকে পৌছাঁলাম। সকাল হলে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কেওক্রাডং এর উদ্দেশ্যে রওনা দিই। যতই হাটি উঁচু পাহাড় আর শেষ হয় না। একটু পরপর মেঘের ছায়াগুলো পাশ দিয়েই ভেসে যাচ্ছিল। প্রকৃতিকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় আমার। কেওক্রাডং এ যাওয়ার পথে দেখা মেলে চিংড়ি ঝিরির (এই ঝরনা থেকে একসাথে পানি ও চিংড়ি মাছ পড়ে, তাই এর নাম চিংড়ি ঝিরি)। আরো ঘন্টা দুই হাঁটার পর আমরা কেওক্রাডং জয় করি। কেওক্রাডং এ উঠার পর আমার ফিলিংসটা অন্যরকম ছিল। কেওক্রাডং এ উঠে আমার মুসা ইব্রাহিম, নিশাত মজুমদার, এম.এ. মুহিত এদের কথা মনে পড়ল। যাইহোক অবশেষে দুপুর ২:৩০ এর দিকে আমরা কেওক্রাডং ছেড়ে বগালেক আসি। পরদিন সকালে আমরা বান্দরবানের রুমা উপজেলায় পৌঁছায়। তারপর সেখান থেকে আবার বাসে চড়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই। বাসে বসে সবাই ঘুমে ব্যস্ত। আমিও দেরি করলাম না। তারপর চট্টগ্রাম কলেজে পৌছাঁনোর পর সার্টিফিকেট গ্রহনের মাধ্যমে আমরা এ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প সমাপ্ত করি। এই ধরনের ক্যাম্পে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো অবশ্যই সাথে নিতে হবে: হালকা ব্যাগ,গামছা, ছাতা/ রেইন কোর্ট, সিঙ্গেল তাবু, অতিরিক্ত ২ সেট কাপড়, পানির বোতল, মানকি ক্যাপ,রাবার জাতীয় জুতা, মোটা মোজা, গ্লাভস, পলিথিন,সানগ্লাস, সানস্কিন, টিস্যু, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, টর্চলাইট, ক্যামেরা+ ব্যাটারী+চার্জার, মাল্টিপ্লাগ, থ্রি- কোয়াটার প্যান্ট।

■ লেখক: রোভার স্কাউট সুদীপ কুমার পাল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

■ পূর্ব প্রকাশের পর:

অসম্ভবকে জয় করা

আমি সবসময় মনে করতাম যে, সঠিক চেতনা থাকলে 'অসম্ভব' শব্দ থেকে 'অ'-কে বাদ দেওয়া যায়। আর এটা দক্ষিণ আফ্রিকা পুলিশ বাহিনীর প্রথম দিকের দিনগুলোতে নিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছিল।

অফিসার ও পুলিশদের চেতনা ছিল অদম্য। কম খেয়ে কম কাপড়ে তারা নিজেদের তৈরী করা আশ্রয়ে অবস্থান করত। এক সময় আমি দেখলাম একটা দল অনবরত ভারি বৃষ্টির মধ্যে তাদের পরিখা খননের কাজ করছে। তাদের পরনের একমাত্র পোশাকটি শুকনো রাখার জন্য তারা প্রকৃতির লেবাস পরেছে।

এডজুট্যান্ট জেনারেলের কাছে লেখা আমার চিঠির একটি অংশ : 'আমাদের ঘোড়াগুলো ভাল অবস্থায় আছে, হাসপাতাল ও যানবাহন সুন্দরভাবে চলছে। আমাদের লোকেরা জীর্ণ পোশাকে রাতের অভিযান আর অতর্কিত আক্রমণের মত কঠিন কাজ করে যাচ্ছে। এগার মাস ধরে তাদের কোনো বিশ্রাম নেই। তবু তারা কাজ করার জন্য আগ্রহী ও উৎসাহী।'

এতসব বাধা সত্ত্বেও ১৯০১ সালের জুনের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের দশ হাজার লোকের মধ্যে আট হাজার জন অস্ত্রসজ্জিত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

অসুস্থ হয়ে দেশে ফেরা

দুর্ভাগ্যবশত এ সময়ে নিজেকে অসুস্থ করে ফেললাম। ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে এদেশে আসার পর আমাকে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। চিকিৎসকেরা আমার ব্যাপারে মাথা নাড়লেন। বললেন আমাকে কয়েক মাস বিশ্রাম নিতে হবে। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সাউদাম্পটনে পৌছলে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হল যে আমার জন্য লন্ডনে অসংখ্য সংবর্ধনা অপেক্ষা করছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছিল অবিবেচক। তারা আমার জন্য একটি গাড়ি এক ইঞ্জিনের সঙ্গে আটকে দিল। সেটা আমাকে লন্ডনে নিয়ে গেল। চালককে আদেশ দেওয়া হল আমাকে ওকিংয়ে নামিয়ে দেওয়ার জন্য।

সেখানে আমি আমার অফিসার ভাই ম্যাকলারেনের সঙ্গে নিরিবিলি রইলাম। গাঁয়ের বাড়ি না যাওয়া পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম।

বালমোরেলে

অল্প দিন পরই আমি লন্ডনে ফিরে এলাম। এসে আমার নামে আসা চিঠিগুলো খোলা শুরু করলাম। এসবের মধ্যে আমার জন্য একটি বিস্ফারক ছিল। আমাকে সপ্তাহশেষে বালমোলের প্রাসাদে এসে কয়েকদিন অবস্থানের আদেশের মত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

রাতের গাড়িতেই আমি লন্ডন ত্যাগ করলাম। আমার উপস্থিতির পরপরই কর্নেল ডেভিডসন আমাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদ ও আঙিনায় কিছুটা হাঁটাহাঁটি করলেন। আমরা দুজন ১৮৭৬ সালে একসঙ্গে ভারতে গিয়েছিলাম। পরে বিকেল বেলায় রাজা অনেক্ষণ বসিয়ে দীর্ঘ ও আনন্দময় কথাবার্তা বললেন। কিছুক্ষণ পর বেল বাজিয়ে ভৃত্যকে ডেকে বললেন, 'রানিকে বলো এখানে আসার জন্য।' ব্যাপারটা আমার কাছে 'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের' মত মনে হল। তখনই রানি আলেকজান্ড্রা হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে ছোট্ট পৌত্র - যিনি বর্তমানে প্রিন্স অব ওয়েলস।

আমি নতজানু হয়ে তার হস্তচুম্বন করলাম। অথবা অন্তত আমি সেরকম চেষ্টা করলাম। তবে আমাকে বলা হল এমন করা আসলে খুবই বিরল ঘটনা। কারণ রানি সে মুহূর্তে তাঁর হাত টেনে নেন এং কেউ তখন কেবল নিজের আঙুলেই চুমু খান। আমার বেলায়ও তা হল।

রাজা ও রানি আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। ম্যাফেকিং, লেডি সারাহ

Rowan (SCOUT) did his duty, kicking the IM out of the word IMPOSSIBLE Any fellow who acts like that is certain to get on.

উইলসন, রনি মনক্রিফ, যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা, কলোনির সেনাবাহিনীর গুরুত্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকা পুলিশ বাহিনীর বিস্তারিত সংবাদ ইত্যাদি বিষয়ে কথা বললেন।

আলোচনা ছিল দীর্ঘ এবং হৃদ্যতাপূর্ণ। অবশেষে ধন্যবাদ ও অভিনন্দনসূচক কিছু কথা বলে রাজা আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকা যুদ্ধপদক ও কিছু সম্মাননা প্রদান করলেন এবং আমাকে কয়েক দিন বালমোরেল প্রাসাদে অবস্থান করার জন্য বললেন।

রাজপ্রাসাদে দুদিন থাকার পর রাজা আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য এলেন এবং আমাকে উপহার হিসেবে একটি বেড়াবার ছড়ি দান করলেন। তারপর তিনি আমাকে একদিকে নিয়ে খুব গম্ভীরভাবে বলতে লাগলেন, 'আমি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চাই। খাওয়ার সময় আমি আপনাকে লক্ষ করেছি। দেখেছি আপনি তেমন খান না। আপনি যেমন কাজে ব্যস্ত থাকেন তার জন্য আপনার শরীর ঠিক রাখতে হবে। তাই আপনাকে কিছু হরিণের মাংস দিলাম। এতে আপনার খাবারের ইচ্ছা বাড়বে। ভুলবেন না। বেশি বেশি খাবেন।' তিনি কৌতুকের দৃষ্টিতে হাসলেন এবং উষ্ণ হ্যান্ডশেক করে বিদায় জানালেন।

এমন আমোদ ও দয়ার্দ্র আপ্যায়নকর্তা খুব কমই পেয়েছি। দুএকদিন পর কর্নেল ডেভিডসনকে ব্যাক্তিগত এসব কথা লিখেছিলাম। তিনি আমার সে চিঠি রাজা রানি দুজনকেই দেখিয়েছেন।

আমি সেদিন ও রাতে ভ্রমণ করে কর্নওয়েলে বন্ধুদের সঙ্গে থাকার জন্য চলে এলাম। পরদিন বিকালে এক বন্ধু বললেন, 'আপনার ভায়োলিনে কি কিছু আমাদের শোনাবেন?'

ভায়োলিন?- আমার তো এমন কিছু নেই।

-হ্যা, আপনার তা আছে। আমরা দেখলাম আপনার মালপত্রের সঙ্গে তা আছে।

আমি আমার কক্ষে গিয়ে দেখলাম আমার বিছানার নিচে ভায়োলিনের বাক্সের মত ছোট একটি বাক্স আছে। তাতে রাজার দেওয়া হরিণের মাংসের টুকরা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যাওয়া

অবশেষে চিকিৎসক আমাকে সুস্থ বললেন। আমার অসুস্থতার ছুটির মেয়াদ শেষ হল। আমি বছরের (১৯০১) শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গেলাম।

আমি জোহানেসবার্গে পৌঁছে দেখলাম দক্ষিণ আফ্রিকা পুলিশ বাহিনীর সদর দফতর সেখানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি দেশে চিঠিতে লিখলাম, 'আবার কাজে ফিরে এসে ভাল লাগছে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা পুলিশ বাহিনী একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাল কাজ করছি।'

আমাদের অফিসার ও পুলিশ সদস্যরা অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পাওয়া ছিল কঠিন। কারন সেগুলোর অনেকটাই সামরিক বাহিনীর ওপর আক্রমন ছিল না। তবু আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকা পুলিশবাহিনী অনেকগুলো পদক লাভ করেছিল। আমি চিন্তা করলাম আমাদের নিজের একটা বীরত্বের পদক থাকা দরকার। সেটা বাহিনীর হবে খুবই মূল্যবান পদক।

ভিক্টোরিয়া ক্রসের ব্যাপারে বলতে হয়, অফিসারদের মধ্যে এর দুটো রেকর্ড ছিল। মেজর মার্টিন লিক মহাযুদ্ধে দ্বিতীয় ভিক্টোরিয়া ক্রস অর্জন করেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ই. উড. এহাযুদ্ধের সময় তিনবার 'ডিস্টিংগুইসড্ সার্ভিস অর্ডার' লাভ করেছিলেন।

আমাদের অস্তিত্বের প্রথম আঠার মাসে আমরা প্রায়ই বুয়রদের সঙ্গে ছোটখাট যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তাম। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুতে তারা আমাদের কাছে পরাজিত হল। ৯৩ জন মারা গেল, ১১৭ জন আহত হল, ৫৪৩ জন বন্দী হল এবং ১৫৪ জন আত্মসমর্পন করল। ৩৫৭৮টি ঘোড়া, ২৪৮টি খচ্চর, ৯১০টি পাহাড়ি ষাঁড় এবং ১৮৪টি গাড়ি আমাদের দখলে আসে।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস

অন্তরে সেবাব্রতী

– শেলী ইসলাম

স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে এই আন্দোলনের মৌলিক নীতিমালাসমূহ অর্থাৎ এর লক্ষ, আদর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে ছেলে মেয়েদের পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শারীরিক, বুদ্ধিভিত্তিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগীয় চেতনার উন্নয়ন সাধন করে পরিবার, সমাজ তথা দেশের জন্য আত্মনির্ভরশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে সমাজে তাদের যথোপযুক্ত গঠনমূলক ভূমিকাটি পালন করতে পারে।

সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ সূচনা লগ্ন থেকেই স্কাউট আন্দোলনের এই মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করে সকল প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। প্রচলিত স্কাউট প্রোগ্রামের স্বকীয়তা বজায় রেখে সেবাব্রতী দলের সদস্যদের জন্য আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময় কর্মসূচী প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এতে কাব, স্কাউট ও রোভারদের আনন্দদায়ক পরিবেশে স্কাউটিং শেখা ও উপভোগ করার পাশাপাশি নিজেদের অন্তর্গত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটে। এর ফলশ্রুতিতে সেবাব্রতী স্কাউট গ্রুপের সদস্যগণ কর্মজীবনে, দেশে বা বিদেশে নিজেদেরকে সম্মানজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কালব্যাপী সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কাব, স্কাউট, রোভার এবং লিডারগণ দলের বিদ্যমান নিয়ম শৃংখলা চর্চায় আন্তরিক থেকে নিজেকে যেমন অনন্য উচ্চতায় স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি দলকেও করে তুলেছে অনন্য।

সেবাব্রতী দেশের স্কাউট অঙ্গনে একটি অনন্য স্কাউট গ্রুপ। এটা যথার্থই যৌক্তিক মানদন্ডে বিচার বিশ্লেষণের দাবী রাখে। এই স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত ভাবে তা উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষিপ্ত ভাবে এই অনন্যতার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হল।

রোভারিং এর মূলমন্ত্র হচ্ছে সেবা (Service)। তাই সেবার আদর্শে রোভার বয়সী তরুণদের প্রস্তুত করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাডেন পাওয়েল একটু ভিন্ন আঙ্গিকে রোভারিং এর পুরো পরিকল্পনাটি সাজিয়েছেন। রোভার বয়সী কোন তরুণ, স্কাউটিং এর পূর্ব অভিজ্ঞতা তার থাক বা না থাক, যখনই রোভারিং এর অঙ্গনে পা রাখে, তখন তাকে একজন অভিজ্ঞ রোভারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। প্রচলিত ক্ষেত্রে এই তরুণটিকে যে উপদলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, সেই উপদলের নেতা বা রোভার মেট এর তত্ত্বাবধানে তাকে রোভারিং এর সমুদয় পাঠ গ্রহণ ও আচার-আচরণ এবং নীতি-পদ্ধতি শিখে নিতে হয়। এই পর্যায়ে রোভার দলের এই নবীন সদস্যটি রোভার সহচর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রোভারিং এর নির্ধারিত বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের পর রোভার সহচরকে তার রোভার মেট রোভার স্কাউট লিডারের নিকট রোভার স্কাউট হিসেবে দীক্ষা দানের জন্য উপস্থাপন করেন।

রোভার স্কাউট হিসেবে দীক্ষা গ্রহনের পূর্বে একজন রোভার সহচরকে আত্মশুদ্ধি বা ভিজিল (Vigil) পালন করতে হয়। এরপর রোভার স্কাউট লিডার নবাগত রোভার সহচরকে রোভার স্কাউট হিসেবে দীক্ষা প্রদান করেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে–

১. রোভার সহচর থেকে রোভার স্কাউট হিসেবে দীক্ষা লাভের পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যাডেন পাওয়েল প্রেজেন্টেশন অব এ রোভার স্কাউট (Presentation of a Rover Scout) হিসেবে অবহিত করেছেন

২. রোভার স্কাউটদের মূলমন্ত্র সেবা, তাই সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য ব্যাডেন পাওয়েল রোভার স্কাউটদের দীক্ষা গ্রহণের পুরো আনুষ্ঠানিকতাটি কাব বা স্কাউটদের দীক্ষা অনুষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে সাজিয়েছেন। সেবাব্রতী রোভারিং এর জন্য ব্যাডেন পাওয়েল প্রবর্তিত প্রেজেন্টেশন অব এ রোভার স্কাউট (Presentation of a Rover Scout) এর ধারনা ও রোভারদের দীক্ষা দান পদ্ধতি যথাযথ ভাবে মেনে চলে।

রোভার স্কাউট হিসেবে দীক্ষা গ্রহণের আগে একজন রোভার সহচরকে আত্মশুদ্ধি বা ভিজিল (Vigil) পালন করতে হয়। সেবাব্রতী যথাযথ গুরুত্ব সহকারে এটি পালন করে থাকে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি পর্ব ছাড়াও ভিজিলের পূর্বে প্রতিটি রোভার সহচরকে পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার সাথে ভিজিলের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। এ দায়িত্বটি দলের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ এম এস আই মল্লিক স্বয়ং পালন করে থাকেন। অনিবার্য কারনে তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের কোন সিনিয়র অভিজ্ঞ নেতা এই দায়িত্বটি পালন করেন। ভিজিলের পুরো প্রক্রিয়াটি সংশ্লিষ্ট রোভার মেট এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য রোভার মেটগণ ও রোভার স্কাউট লিডার সহায়কের ভূমিকা পালন করেন। বিগত চল্লিশ বৎসরে এর কোন ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়নি। ভিজিলের মূল পর্বের প্রশ্নমালার সাথে আত্ম বিশ্লেষণ শীর্ষক আরও একটি অতিরিক্ত পর্ব সন্নিবেশ করে সেবাব্রতী ভিজিলে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এই পর্বটি নিজের জন্যতো বটেই, নিজ পরিবার ও সামাজিক পরিবার হিসেবে সেবাব্রতী স্কাউট পরিবারের প্রতি একজন রোভারকে উত্তরোত্তর আন্তরিক ও দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করে।

শুধুমাত্র ব্যাডেন পাওয়েল প্রবর্তিত প্রেজেন্টেশন অব এ রোভার স্কাউট (Presentation of a Rover Scout) এর ধারনাটি বজায় রেখে, ব্যাডেন পাওয়েল যে লক্ষ্য নিয়ে রোভারদের জন্য ভিজিল প্রবর্তন করেছিলেন, সেই আলোকে ভিজিল পালনে রোভারদের অনুপ্রাণিত করা গেলে দেশে গুণগত মান সম্পন্ন রোভার স্কাউট তথা স্কাউট আন্দোলনের জন্য মান সম্মত ভবিষ্যৎ স্কাউট নেতা খুঁজে পেতে হয়তো কোন অন্তরায় থাকার কথা নয়।

কাব শাখার ছক্কার নামকরণ রং দিয়ে এবং স্কাউট শাখার উপদলের নাম পাখির নামে নামকরণ করা হয়। কাবদের ছক্কা সমূহের নাম যথাক্রমে বেগুনী (Violet), আকাশী (Sky Blue), খয়রী (Brown) ও কমলা (Orange) এবং স্কাউটদের উপদল সমূহের নাম যথাক্রমে কাক (Crow), কোকিল (Cuckoo), ঈগল (Eagle) ও কবুতর (Pegion)। এই নামকরণেও স্কাউটিং এর মৌলিক চিন্তা চেতনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেবাব্রতীর রোভার শাখার উপদল সমূহের

নামকরণ যথাক্রমে– ১. মহত্ব (Dignity), ২. একতা (Unity), ৩. অনুগত (Loyalty) ও ৪. শৃংখলা (Discipline) যা কিনা রোভারিং এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে।

সেবাব্রতী পরিবারের যেকোন স্তরের কাব, স্কাউট বা রোভার, দীক্ষা অনুষ্ঠান (Inversiture Ceremony) কিংবা উৎরে যাওয়া অভিষেক (Growing up Ceremony) এমনকি ব্যাজ বিতরণ অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে আড়ম্বরপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর। এ ক্ষেত্রে স্ব স্ব শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিট লিডারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। অনুষ্ঠানে অভিভাবকগণের উপস্থিতি সর্বদাই কাম্য। কারণ দিন শেষে কাব, স্কাউট বা রোভাররা তাদের বাবা-মায়েরই সন্তান এবং স্কাউটিং এ তাদের সমর্থন, সহযোগিতা, পরামর্শ, দিকনির্দেশনা সর্বোপরি সন্তুষ্টি ছাড়া দল গতিশীল হতে পারে না।

সেবাব্রতীর নেতৃত্ব তারুণ্য নির্ভর। দলের একজন নবীন সদস্য দলে যোগদানের সাথে সাথেই জেনে যায় তাকে একদিন দলের দায়িত্ব নিতে হবে। কাবিং থেকেই দলের প্রতিটি সদস্যকে সেবাব্রতী স্কাউট পরিবার সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। বস্তুতঃ কাব ও স্কাউটদের গ্রুমিং (Grumming) হয় রোভারদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। সেবাব্রতী স্কাউট পরিবারের বয়োজেষ্ঠ্য সদস্য হিসেবে রোভারদের গ্রুমার (Grumer) এর ভূমিকা পালন করতে হয়। সেবাব্রতী স্কাউট পরিবারের সাফল্য ব্যর্থতা অনেকটাই তাদের উপর নির্ভর করে।

রোভারিং এর প্রোগ্রাম জানা ও চর্চার পাশাপাশি রোভারদের সহচর স্তর থেকেই পর্যায়ক্রমিকভাবে তাদের অন্তর্গত নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দলের কোন না কোন দায়িত্ব ভার গ্রহণের জন্য যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়। দলের সাকসেশন প্লান অনুযায়ী নেতৃত্বে ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে একজন তরুণ নেতা, কোন ব্যতিক্রম না ঘটলে, একই পদে সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের জন্য বা দুই বৎসর কাজ করার সুযোগ লাভ করেন। এরপর এই তরুণ নেতাকে দলে অন্য কোন দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

কোন কাজের জন্য রোভার বা স্কাউট লিডারদের দায়িত্ব প্রদান করা হলে তাকে দায়িত্বপত্র প্রদানের বিধান দলের সূচনা লগ্ন থেকেই প্রচলিত আছে। গ্রুপ কাউন্সিল (Group Council), গ্রুপ স্কাউটার্স কাউন্সিল (Group Scouter's Council) থেকে শুরু করে রোভার মেট কাউন্সিল (Rover Met Council), প্যাট্রোল লিডার্স কাউন্সিল (Petrol Leader's Council) সহ প্রযোজ্য পদসমূহে সনদ দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য দায়িত্ব প্রদানের ধারণাটি দলে নেতৃত্বের উন্নয়ন ও বিকাশের প্রয়োজনে সেবাব্রতী প্রবর্তন করে।

বিশ্ব স্কাউট সংস্থা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইয়ুথদের অংশগ্রহণ (Involbmence of Youth in Decision Making Process) শীর্ষক ধারণাটি গ্রহণ করার পূর্ব থেকেই সেবাব্রতী এই বিষয়টি তার ইউনিট পর্যায়ে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ ও চর্চা করে আসছে। আশির দশকের শেষ দিকে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা প্রবর্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইয়ুথদের অংশগ্রহণ বিষয়ক নীতিমালাটি সারা বিশ্বের স্কাউট অংগনে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। নানান ভাবে, নানান আংগিকে বিষয়টি জাতীয় স্কাউট সংস্থা (National Scout Organization - NSO) থেকে শুরু করে, অঞ্চল (Region) ও বিশ্ব স্কাউট সংস্থা (World Organization of the Scout Movement - WOSM) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইয়ুথদের অংশগ্রহণ শীর্ষক ধারণার বাস্তবায়ন ও চর্চা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ১৯৭৫ সালে সেবাব্রতী রোভার দল গঠিত হলে সিনিয়র রোভার মেটকে দল কমিটির সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্তির বিধানটি প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে রোভার দল পরিচালনায় রোভারদের চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটে এবং দল সাবলীল ভাবে গতিশীল হয়। পরবর্তীতে দল পরিচালনার দায় দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে তরুণদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এর ফলে দলের সার্বিক কাজকর্মে গতিময়তা (Dynamism) নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

সেবাব্রতীর নিজস্ব উপবিধি আছে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর গঠন ও নিয়মসহ অন্যান্য বিধি ও উপবিধি অনুসৃত এই উপবিধি বা 'আমাদের নিয়ম' (Our Rules) এর আলোকে দলের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিগত বৎসরগুলোতে এর কোন

> সেবাব্রতী স্কাউট গ্রুপে নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর দলের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং দল পরিচালনায় নূতন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে দলে পরিচালনায় নেতৃত্বের কোন স্থবিরতা দেখা দেয়নি। বরং নূতন নেতৃত্ব যখনই এসেছে বা যারাই এসেছেন, তারা নূতন উদ্যোমে, নূতন ধ্যান ধারণা নিয়ে দলকে ক্রমাগতভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

সেবাব্রতী স্কাউট গ্রুপে নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর দলের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং দল পরিচালনায় নূতন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দলের কাউন্সিলরগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিল সভায় বিগত কাউন্সিল সভার প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন, বিগত বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন, দলের আয়-ব্যয় ও বাজেট অনুমোদন, নূতন দল কমিটি ও স্কাউটার্স কাউন্সিল গঠন, দলের বার্ষিক এ্যাওয়ার্ড অনুমোদনসহ অন্যান্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রক্রিয়াটির ধারাবাহিকতার কারণে দলের নেতৃত্ব তরুণদের হাতে চলে এসেছে এবং তরুণরাই পূর্বতন নেতাদের পরামর্শক্রমে দলকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ধারনা করা হয় স্বাধীনতা পূর্বকালে স্কাউট নেতা ও রোভার স্কাউটদের মধ্যে একটি মনস্তাত্বিক দ্বন্দ বিদ্যমান ছিল। অনেকে বলতেন সেবার আদর্শে দীক্ষিত হওয়া সত্বেও স্কাউট অঙ্গনে রোভারদের অস্পৃশ্য মনে করা হত এবং তাদের সাথে স্কাউট নেতাগণ, দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে, বৈরী আচরণ করতেন। এমনি অসংখ্য ঘটনা সে সময়ের রোভারিং সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়। সম্ভবতঃ এই নেতিবাচক ধারনা থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র অভ্যূদয়ের পর পরই রোভারদের জন্য একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল সৃষ্টির মত ঘটনাটি ঘটে যা বিশ্ব স্কাউটিং এর অঙ্গনে ব্যতিক্রমধর্মী অধ্যায়।

■ চলবে...

মুরশিদুলের প্রথম বিদেশি ক্যাম্প

আমার জীবনে প্রথম দেশের বাহিরে স্কাউট ক্যাম্প। আমি এই ক্যাম্প ছাড়া দেশের ভিতর আরও অনেক ক্যাম্প করেছি। তবে এই ক্যাম্পের মাধ্যমে আমি বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি এই রকম একটা ক্যাম্প করতে পারব তা কোনদিন ভাবতেই পারিনি। কারণ এর আগে অনেকগুলো বিদেশি ক্যাম্পের জন্য আবেদন করেছিলাম। যাই হোক আল্লাহ্‌র রহমতে আমি এই ক্যাম্পটিতে অংশ নিতে পেরেছি।

১৯ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ দুপুর ১২টায় আমরা শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমরা ছিলাম মোট ১৪ জন, ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ২ জন লিডার। আমাদের স্কুলের যারা ছিল তারা হলো- আমি, ফারদিন, ধ্রুব, জাওয়াদ ভাইয়া, সাকিব ভাইয়া। আমার জীবনে প্রথম বিমান ভ্রমণ, প্রথমে ভয় লেগেছিল কিন্তু পরে সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। শ্রীলঙ্কা যাওয়ার পথে ভারতের মুম্বাই বিমানবন্দরে আমাদের ট্রানজিট ছিল সাড়ে তিন ঘন্টার। আমরা শ্রীলঙ্কান বিমানবন্দরে ল্যান্ড করার পর দেখলাম- বিমানবন্দরের বাহিরে ৭ থেকে ৮ জন শ্রীলঙ্কান রোভার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, আমরা সবাই তাদের সাথে পরিচিত হই। আমরা আমাদের বাবা-মার সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিমানবন্দর থেকে সিমকার্ড কিনি। এরপর আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম পাকিস্তানি স্কাউটদের জন্য। তারা আসার পর তাদের সাথে পরিচিতি হলাম, ছবি তুললাম। আমাদের জন্য বিমানবন্দরের বাহিরে বাস অপেক্ষা করছিল, আমরা সেই বাসে উঠলাম। এরপর রাতে থাকার এর জন্য একটা জায়গায় গেলাম। সেখানে অনেকগুলো নারকেল গাছ আর ছোট ছোট ঘর ছিল। আমরা যে ঘরে অবস্থান করেছিলাম সেখানে আমাদের সাথে মালদ্বীপের স্কাউটরাও ছিল। পরবর্তী দিন আমরা নাস্তার টেবিলে গিয়ে দেখি ওদের সব খাদ্যে শুধু নারিকেল। তাই আমরা সকালে ভালভাবে নাস্তা না করেই চলে আসি।

বাংলাদেশসহ আরো ৯টি দেশ অংশ নেয় এই ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পে অংশ নিয়ে আমি একটা কথা বুঝতে পারলাম যে, বাংলাদেশ স্কাউটস এর অনেক সুনাম রয়েছে। কারণ প্রত্যেক দেশের স্কাউটরা আমাদের সাথে সানন্দে একাত্ম হয়েছে। আমরা সকল দেশের স্কাউটদের সাথে পরিচিত হলাম, তাদের সাথে ছবিও তুললাম। এরপর পুলিশ নিরাপত্তায় জাফনার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পথে আমরা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখলাম। শ্রীলঙ্কান বিভিন্ন স্থাপনা, মন্দির এবং বিভিন্ন মূর্তি দেখলাম। জাফনা পৌঁছালাম রাত ৯টায়। আমাদের ক্যাম্পে পৌঁছাতে এবং সব গোছগাছ করতে রাত ১০টা বেজে গেল। পাকিস্তানি স্কাউটদের সাথে আমরা রাতে একই তাঁবুতে অবস্থান করি। তাপমাত্রা খুব বেশি থাকায় গরমে অস্থির হয়ে পাশের বাস্কেটবল কোর্টে আমরা রাত্রি যাপন করি। পরের কয়েকটি দিন কেটে গেল খুব দ্রুত। স্থানীয় কলেজ দেখলাম আমরা। দেখলাম ২০০০ বছর আগের কিছু স্থাপনা। সাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের অংশগ্রহণ ছিল। অনুষ্ঠানটি দেখতে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টও এসেছিলেন। সেখানে 'ইন্টারন্যাশনাল নাইট' -এ বাংলাদেশকে উপস্থাপন করি আমরা। শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলে ছবিসহ এটির প্রতিবেদন প্রচারিত হয় এবং সর্বমহলে প্রশংসিত হয়।

তারপর শুধু ঘোরাঘুরি। সমুদ্র দেখাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ছিল আমাদের। ক্যাম্পের কয়েকদিন রান্নার কাজ আমাদের নিজেদেরই করতে হয়। প্রথমে একটু চিন্তায় পড়ে গেলেও পরে উপভোগ করি ।

২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই দিন আমরা সেখানে অবস্থান করার কারণে সেখানেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করি। আমাদের সাথে অন্যান্য দেশের স্কাউটরাও ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। ২৫ তারিখ রাতে আবারও বাংলাদেশকে উপস্থান করে আমাদের দল। তারপর সব দেশের স্কাউটদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফেরার পালা। আবারও পুলিশ প্রহরায় আমরা কলম্বো যাই। ২৬ তারিখ আমরা ঐতিহাসিক 'অ্যাডামস পিক' দেখা শেষে ঘুরে বেড়ালাম নিজেদের মতো। সবাই মিলে ঘুরতে খুব ভালো লাগছিল। কিভাবে সময়টা গেল টেরেই পেলাম না।

মার্চের ১ তারিখ শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে দেশে ফিরে এলাম। দেশে ফিরে বারবার মনে হচ্ছিল ক্যাম্পের কথা। সত্যি, ক্যাম্পটির অভিজ্ঞতা ভোলার মতো নয়।

■ লেখক: মুরশিদুল আলম ভুঁঞা
ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট স্কাউট গ্রুপ

ইস্তানবুল

দুই দেশের এক শহর ইস্তানবুল যা তুরস্কের অন্যতম প্রধান ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম শহর। এটা ৩৩০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কন্সটান্টিনোপল নামে পরিচিত ছিল। এরও পূর্বে এর নাম ছিল বাইজান্টিয়াম। ১৪৫৩ সালে ইস্তানবুল তৎকালীন উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইস্তানবুলের আয়তন ৫,৩৪৩ বর্গকিমি (২,০৬৩ বর্গমাইল)। এর একাংশ এশিয়া ও অপরাংশ ইউরোপে অবস্থিত। বসফরাস প্রণালীর উপর সেতু দিয়ে এশিয়া ও ইউরোপকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইস্তানবুলে রয়েছে প্রভাবশালী সাহাবা আবু আ্ইয়ুব আনসারিসহ অনেক সাহাবার পবিত্র সমাধি এবং অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের গির্জা হাজিয়া সোফিয়া। এর পাশেই রয়েছে ১৬০৯ থেকে ১৬১৬ সালের মধ্যে নির্মিত ছয়টি সুউচ্চ মিনারবিশিষ্ট দর্শনীয় সুলতান আহমেদ মসজিদ। দৃষ্টিনন্দন নীল টাইলসে নির্মিত বলে এটা 'ব্লু মস্ক' নামেও পরিচিত। ইস্তানবুলে আর একটি প্রধান আকর্ষণ 'গ্র্যান্ডাজার' নামে খ্যাত এশিয়ার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিশাল বাজার। ১৪৫৫ সালে গোড়াপত্তনকৃত এ বাজারে পাওয়া যায় নানান ধরনের মসলাসহ জামা-কাপড়, কসমেটিকস, চামড়া সামগ্রী ইত্যাদি। এছাড়াও এখাকার অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক হিপোড্রোম (সুলতান আহমদ স্কয়ার), গালাটা ব্রীজসহ নৌভ্রমণের মাধ্যমে বসফরাস প্রণালীর দু'তীরের বিভিন্ন মসজিদ, ম্যানসন, বাগান,ঐতিহাসিক স্থাপনা প্রভৃতি দেখার সুযোগ। বর্তমানে এটা তুরস্ক তথা ইউরোপের বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

কেন হয়?

কাটা আপেল, নাশপাতি, আলু ইত্যাদি বাদামি হয় কেন?

– উদ্ভিদকোষ কাটা পড়লে বাতাসের সংস্পর্শে এসে উদ্ভিদকোষস্থ পলিফেনল অক্সিডেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে কোষের ফেনল নামক জৈবযৌগের উপজাতগুলো অক্সিজেনে জারিত হয় এবং পরস্পর যুক্ত হয়ে পলিফেনল নামের পলিমার তৈরি করে। তা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ায় মেলানিন তৈরী হয়। এ মেলানিনই বাদামি রং তৈরী করে।

গরুর দুধ সাদা হলেও মাখন হলুদ বর্ণের হয় কেন?

– গরু যে ঘাস, ভুসি, গম খায় তাতে বিদ্যমান হলুদ রঙের বিটা ক্যারোটিন দুধের চর্বিতে সঞ্চিত হয়। দুধে মাত্র ৩ শতাংশ ননি (চর্বি) ও বেশিরভাগই পানি হওয়ায় তা সাদা দেখায়। অন্যাদিকে দুধের সরে ৩০%-৪০% এবং মাখনে প্রায় ৮০% ননি থাকে। তাই মাখন হলুদ দেখায়।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে কষ্ট হয় কেন?

– অভিকর্ষ বলের বিপরীতে কাজ করতে হয় বলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে কষ্ট হয়।

কলম ধরতে ভুল বানান

মিউনিখের লার্নসটিফট নামে একটি সংস্থা সম্প্রতি এমন একটি কলম তৈরি করেছে, যেটি ভুল বানান লিখলেই কেঁপে উঠবে। আর আপনি সে কম্পন থেকেই জেনে যাবেন আপনি বানান ভুল করেছেন। তবে কলমটি আপনাকে শুদ্ধ বানান দেখাবে না। শুদ্ধ বানানটি আপনাকে অভিধান দেখে ঠিক করে নিতে হবে। নতুন এ কলমটিতে ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ কালি। দেখতেও আর দশটা সাধারণ কলমের মতোই। তবে এতে বসানো হয়েছে বিশেষ ধরনের মোশান সেন্সর, ছোট আকারের ব্যাটারি এবং ওয়াইফাই চিপ। এগুলো কলমের নির্দিষ্ট গতিপথ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ভুল বানান ও খারাপ হাতের লেখা শনাক্ত করবে। প্রায় দেড় বছর গবেষণার পর বিশেষ প্রযুক্তির এ কলমটি তৈরি করে লার্নসটিফট গবেষকরা।

অ্যাবাকাস: প্রথম গণনাযন্ত্র

প্রস্তর যুগ পেরিয়ে মানুষ যখন বসবাস শুরু করে, শিকার ছেড়ে চাষাবাদ, পশুপালনে মনোনিবেশ করে তখনই গণনাার প্রয়োজন অনুভব করে। সেখান থেকেই গণনার প্রাচীন যন্ত্র অ্যাবাকাসের উদ্ভব। এ যন্ত্রে একটি কাঠের ফ্রেমে বসানো তারে লাগানো গোলাকার গুটি পাশাপাশি সরিয়ে গণনা করা হয়। ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বে চীনারা প্রথম অ্যাবাকাস তৈরী করে। এ সফলতা এতো বেশি ছিল যে, তা চীনের বাইরেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বে গ্রিক ও রোমানরা অ্যাবাকাসের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নতুন গণনাযন্ত্র উদ্ভাবন করে। রোমানদের অ্যাবাকাস ছিল ব্রোঞ্জ নির্মিত খাঁজকাটা লিপিফলক, যাতে গোলাকৃতির গুটিগুলো গড়িয়ে যেতে পারে। তাদের অ্যাবাকাস পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাপানে অ্যাবাকাসের ব্যবহার শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এর একটি উন্নত সংস্করণের প্রচলন শুরু হয়। এভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে চলে অ্যাবাকাসের রাজত্ব। এ অ্যাবাকাসের হাত ধরেই আজকের আধুনিক ক্যালকুলেটর ও বিশ্ব কাঁপানো কম্পিউটারের আবির্ভাব।

দাদি-নানিদের স্কুল

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের ফাংগান গ্রামে রয়েছে 'আজিবাইঞ্জি শালা' নামের এক স্কুল। এর মোট শিক্ষার্থী ২৯ জন নারী, যাদের বয়স ৬০-৯০ বছর। বয়সের কারণে অনেকে ঠিকমতো অক্ষরও দেখেন না। তবুও বৃহস্পতিবার ছাড়া প্রতিদিনই তারা স্কুলে যান। স্কুলে তাদের প্রত্যেকের পরনেই থাকে গোলাপী রঙের শাড়ি। ৪১ বছর বয়সী যোগেন্দ্র বাংগাড় গ্রামের মানুষের সহযোগীতায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৭ সালের ৮ মার্চ নারী দিবসে স্কুলটির এক বছর পূর্ণ হয়।

মূত্র থেকে ব্যাটারি

যুক্তরাষ্ট্রের স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক তৈরী করেছেন এমন এক ধরনের ব্যাটারি, যার মূল উপাদান মূত্র। এ ব্যাটারির খরচ ও চার্জ সংরক্ষণের ক্ষমতা অন্যান্য ব্যাটারির তুলনায় বেশি হবে। ব্যাটারির তিনটি মূল অংশ - ক্যাথোড, এ্যানোড ও ইলেকটোলাইট। নতুন এ ব্যাটারির ক্যাথোড হিসেবে থাকছে গ্রাফাইটের গুড়া ও পলিমার মিশ্রন এবং অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

পারসন অব দ্য ইয়ার দু'জন বাংলাদেশী

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব কিশোর ও তরুণ নিজেদের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে, তাদের জন্য প্রতিবছর কমনওয়েলথ ইয়ুথ পারসন অব দ্য ইয়ার পদক দেয়া হয়। ১৫ মার্চ ২০১৭ লন্ডনে ঘোষণা করা হয় এবারের কমনওয়েলথ অব দ্য ইয়ার।

কমনওয়েলথ পারসন অব দ্য ইয়ার: ক্রিস্টেল রেইড (শ্রীলঙ্কা) অঞ্চলভিত্তিক কমনওয়েলথ পারসন অব দ্য ইয়ার; এশিয়া: ক্রিস্টেল রেইড (শ্রীলঙ্কা)। অফ্রিকা: চার্লস লিপেঙ্গা (মালাবি)। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল: জ্যাকুলিন যোসেফ (পাপুয়া নিউগিনি)। ক্যারিবীয় অঞ্চল: ট্রাইশিয়া তিকাহ (গায়ানা)। ২০১৭ সালের কমনওয়েলথ পারসন অব দ্য ইয়ার ঘোষণার সংক্ষিপ্ত তালিকায় ১৩টি দেশের ১৭ জনের নাম ছিল। এর মধ্যে দুজন ছিলেন বাংলাদেশি। তারা হলেন- তৌফিক আহমদ খান ও উখেংচিং মারমা। তৌফিক আহমদ একজন সামাজিক উদ্যোক্তা। তিনি গঠন করেছেন 'সাউথ এশিয়ান সোসাইটি' নামের একটি সংগঠন। তিনি 'গার্লস ফর গ্লোবাল গোলস' কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। অন্যদিকে উখেংচিং মারমা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মেয়েদের মধ্যে মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছেন।

ডাকটিকিটে গণহত্যার ইতিহাস

২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস'। দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ডাক বিভাগ প্রথমবারের মতো বিশেষ একটি ডাকটিকিটের অ্যালবাম প্রকাশ করে। ডাকটিকিটে একাত্তরের গণহত্যার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়। সেই সাথে এতে ঘটনার বিবরণও দেয়া হয়।

প্রথম স্বয়ংক্রিয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ

ময়মনসিংহ নগরীর চরখরিচা গ্রামে নির্মিত হয়েছে দেশের প্রথম বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় গম্বুজের মসজিদ। ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মনোরম, দৃষ্টিনন্দন এ মসজিদের নাম রাখা হয় 'মদিনা মসজিদ'। ৩ মার্চ ২০১৭ প্রথম জুম্মার নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে শুভ উদ্বোধন করা হয় এ মসজিদটি। বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় গম্বুজের মসজিদ বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম। সুইচ অন করলেই সরে যায় এ গম্বুজ। তখন মসজিদের ভেতর থেকে দেখা যায় আকাশ। ২০১১ সালে মসজিদটি নির্মান শুরু হয়। ৪ তলা বিশিষ্ট ১৯,৭০৬ বর্গফুট জায়গার মসজিদটির কাতার সংখ্যা ১৯। প্রতিটি কাতারে মানুষ ধরে ১১০ জন। মসজিদে পাঁচটি গম্বুজ রয়েছে। চারটি স্থির এবং একটি বৈদ্যুতিক গম্বুজ। সুউচ্চ মিনার রয়েছে দুটি, যার উচ্চতা চারতলার উপর থেকে ১৬০ ফুট। মসজদটি পুরো কাজ হয়েছে মারবেল পাথরে এবং কাঠ আনা হয়েছে মিয়ানমার থেকে। মসজিদে মুসল্লিদের উঠানামার জন্য একটি চলন্ত সহ মোট পাঁচটি সিঁড়ি রয়েছে। ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ছয়টি দরজা রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইটে যুক্ত বাংলাদেশ

২৩ মার্চ ২০১৭ দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইট সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ ও ভারত। 'অরবিট ফ্রিকোয়েন্সি কো-অর্ডিনেশন অব সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট প্রোপোজড অ্যাট ফোর্টি এইট ডিগ্রি ইস্ট' শীর্ষক এ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারতের উদ্যোগে তৈরি এ স্যাটেলাইটটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেয় বাংলাদেশ। স্যাটেলাইটটি তৈরির সব কার্যক্রম ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করছে ভারত সরকার। এটি তৈরিতে খরচ হয় ৪০ কোটি ডলার বা ৩,২০০ কোটি টাকা। দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইটের ১২টি ট্রান্সপন্ডারের মধ্যে একটি বিনামূল্যে বাংলাদেশ ব্যবহার করতে পারবে। পাকিস্তান ছাড়া এ অঞ্চলের সব দেশই এতে যোগ দিচ্ছে।

বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১' -এর জন্য দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইট সাংঘর্ষিক হবে না। কারণ, দুটি স্যাটেলাইট একে অন্যের কাছ থেকে ৭০ ডিগ্রি দূরবর্তী দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

স্থাপিত হবে ৪ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র

১ মার্চ ২০১৭ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৫টি জেলায় ৪টি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানের দর প্রস্তাব অনুমোদন দেয়। এগুলো থেকে মোট ২৫৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ গড়ে ১১ টাকার বেশি। এ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো নির্মানে মোট খরচ হবে ৯,০০০ কোটি টাকা। টাঙ্গাইল, পঞ্চগড়, বাগেরহাট, নীলফামারী ও লালমনিরহাটে এ কেন্দ্রগুলো হবে। ৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০ বছর মেয়াদি চুক্তি করবে সরকার। নো ইলেকট্রিসিটি, নো পেমেন্ট- এর ভিত্তিতে চুক্তি করা হবে।

দেশে নির্মিত যুদ্ধজাহাজ উদ্বোধন

দেশে নির্মিত বড় যুদ্ধজাহাজ বা লার্জ প্যাট্রোল ক্র্যাফটের (এলপিসি) দ্বিতীয়টি উদ্বোধন করেন নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল নিজাম উদ্দিন আহমেদ। ১৫ মার্চ ২০১৭ খুলনা শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য নির্মিত এ যুদ্ধজাহাজের সাথে একটি সাবমেরিন হ্যান্ডলিং টাগ বোটেরও উদ্বোধন করা হয়। অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজটির নাম 'বানৌজা নিশান'। আর সাবমেরিন টাগ বোটটির নাম 'বিএনটি পশুর'।

আয়ারল্যান্ডের রেডিওতে বাংলা গান

প্রথমবারের মতো আয়ারল্যান্ডের এক রেডিওতে বাংলা গান বাজানো হয়। 'কেসিএলআর এফএম-৯৬' নামের ঐ রেডিওতে ১৬ মার্চ ২০১৭ থেকে বাংলা ভাষার গান বাজানো শুরু হয়। ইন্টারনেটে www.kclr96fm.com এ রেডিওটি লাইভ শোনা যাবে।

'জয়িতা' সম্মাননা

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে ৫ জন নারীকে 'জয়িতা' সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হলেন- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী: শালী মৈশৈপ্রূ (বান্দরবান)। শিক্ষা ও চাকরিতে: হোসনে আরা (রংপুর)। সফল জননী: মিসেস ফিরোজা বেগম (সিরাজগঞ্জ) উদ্যমী নারী: মর্জিনা বেগম। সমাজ উন্নয়নে: আরিফা ইয়াসমিন ময়ূরী।

সমুদ্র ব্লক ২৬টি

১৪ মার্চ ২০১২ মিয়ানমার এবং ৭ জুলাই ২০১৪ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে সমুদ্রসীমাকে মোট ২৬টি ব্লকে ভাগ করে পেট্রোবাংলা। এর মধ্যে ১১টি অগভীর সমুদ্র ব্লক ও ১৫ টি গভীর সমুদ্র ব্লক।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমিনুর রহমান খান রোভার ডেন-এর নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমিনুর রহমান খান রোভার ডেন-এর নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি

৩য় উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী ত্রিশাল ময়মনসিংহ

মহান স্বাধীনতা দিবসের মার্চপাস্ট অনুষ্ঠানে ঢাকা জেলা রোভার

রোভার অঞ্চলের রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স, রংপুর

জাতীয় শিশু দিবস...

বক্তব্য রাখছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার
ড. মো. মোজম্মেল হক খান

বেলুন উড়িয়ে দিবসের শুভ উদ্বোধন করছেন
ড. মো. মোজম্মেল হক খান ও জাতীয় কমিশনারগণ

জাতীয় শিশু দিবসে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন
প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজম্মেল হক খান

উপস্থিত কর্মকর্তা ও স্কাউটদের একাংশ

জাতীয় শিশু দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

এআইএস পলিসি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী
ও রিসোর্স পার্সনবৃন্দ

এআইএস পলিসি ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ-সভাপতি
জনাব মো. হাবিবুল আলম বীর প্রতীক

এডাল্ট লিডার ডেভেলপমেন্ট স্কিল ওয়ার্কশপে সেশন পরিচালনা করছেন
জনাব কামাল খান

এডাল্ট লিডার ডেভেলপমেন্ট স্কিল ওয়ার্কশপে সনদ বিতরণ করছেন
বাংলাদেশ স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষ জনাব আব্দুস সালাম খান

এডাল্ট লিডার ডেভেলপমেন্ট স্কিল ওয়ার্কশপে সেশন পরিচালনা করছেন
প্রফেসর ডা. এস আই মল্লিক

এডাল্ট লিডার ডেভেলপমেন্ট স্কিল ওয়ার্কশপে সেশন পরিচালনা করছেন
জনাব আতিকুজ্জামান রিপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস...

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় কমিশনার গার্ল-ইন-স্কাউটিং
জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি

অনুষ্ঠানে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও কাব স্কাউটগণ

অনুষ্ঠানে গ্রুপ আলোচনার একাংশ

অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ

বাংলাদেশ স্কাউটসের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে
চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা

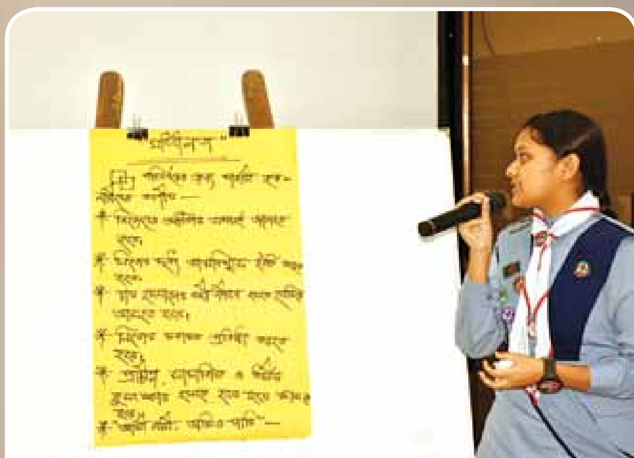

গ্রুপ সুপারিশ উপস্থাপনা

পিএস ক্যাম্প...

পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রার্থীর অভিব্যক্তি প্রকাশ

অংশগ্রহণকারীদের এ্যাসেম্বেলি

পিএস অ্যাওয়ার্ডপ্রার্থীর সাক্ষাৎকার

অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)

৩৬তম সহকারী লিডার ট্রেনার কোর্স-এর প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ

৩৬তম সহকারী লিডার ট্রেনার কোর্স-এর পতাকা উত্তোলন

আর্থ আওয়ার...

খুলনা মেট্রোপলিটন-এর র‍্যালী

কুষ্টিয়া-এর র‍্যালী

কুমিল্লা-এর র‍্যালী

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর র‍্যালী

দিনাজপুর-এর র‍্যালী

গোপালগঞ্জ-এর র‍্যালী

ডেস্কটপ পাবলিশিং...

"ডেস্কটপ পাবলিশিং প্রশিক্ষণ" কোর্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)

ডেস্কটপ পাবলিশিং কোর্সে হাতে কলমের কাজে অংশগ্রহণকারীরা

ডেস্কটপ পাবলিশিং কোর্সে বিভিন্ন মেশিনারিজ পর্যবেক্ষণ করছেন অংশগ্রহণকারীরা

ডেস্কটপ পাবলিশিং কোর্সে সনদ বিতরণ

রংপুরে কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও অভিভাবকদের সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

দিনাজপুরের আঞ্চলিক ইমেজ ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং ওয়ার্কশপে প্রশ্নত্তোরপর্বের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ঠাকুরগাঁও জেলা সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন
মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রমেশ চন্দ্র সেন

স্বাধীনতা দিবসে দিনাজপুর জেলা রোভার

ব্যাডেন পাওয়েলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজের
রোভার স্কাউট ইউনিটের র‍্যালি

ঢাকা জেলা রেলওয়ে সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বগুড়া জেলা সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

স্কাউটিং কার্যক্রম

সবচেয়ে বড় নৌকা

দুবাইয়ের একটি ইয়াডে তৈরী হচ্ছে বিশের সবচেয়ে বড় নৌকা। 'জাদাফ' নামের এ নৌকাটি ২০১৮ সালের মার্চে পানিতে নামানো হবে। ৯০ মিটার লম্বা ও ১০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট কাঠের এ নৌকাটি সম্পর্ণ আরবীয় কাগো জাহাজের মডেলে তৈরী হচ্ছে। ২৫ জনের একটি দল প্রায় দুই বছর ধরে এ নৌকা তৈরীতে কাজ করছে। এটি তৈরীতে ইলেক্ট্রনিকস কাঠ কাটার মেশিন ছাড়াও নৌকা তৈরীর প্রচলিত বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। নৌকাটি তৈরীতে প্রায় ৬ হাজার টন কাঠ ব্যবহার করা হবে। বিশালাকৃতির এ নৌকাটি কুয়েতের তৈরী ৮৩.৭৯ মিটার লম্বা নৌকাকে পেছনে ফেলবে। নৌকাটির ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২,৫০০ টন।

সবচেয়ে বড় উকুলিলি

চার তারবিশিষ্ট এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে 'উকুলিলি'। সম্প্রতি যুক্তরাস্ট্রের মিশিগানের বাসিন্দা লরেন্স স্ট্যাম্প তার ছেলেকে নিয়ে তৈরী করেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় উকুলিলি। তার বানানো ১৩ ফুট উকুলিলিটি ইতোমধ্যে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ড রেকর্ডসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আগে বিশ্বের সবচেয়ে বড় উকুলিলি তৈরির রেকর্ডটি ছিল চিনের ফুজিয়ান প্রদেশের সুরি মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের।

নারকেল ভেঙ্গে বিশ্বরেকর্ড

জার্মানির মুহাম্মদ কারিম্যানেভিক খালি হাতে মাত্র ১ মিনিটে ১১৮টি নারকেল ভেঙ্গে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। সম্প্রতি সে রেকর্ড ভেঙ্গে দেন ভারতের ২৪ বছর বয়সী যুবক আবেশ পি ডোমেনিক। কেরালার রাজ্য পরিবহন সংস্থার কর্মচারী আবেশ ১ মিনিটে ১৪৫টি নারকেল ভাঙ্গেন। তবে পুরোপুরি ভাঙতে সমর্থ হন ১২৪টি।

দীর্ঘতম শাড়ি

পৃথিবীর দীর্ঘতম শাড়ির দৈর্ঘ্য ২,১০৬ ফুট ১০ ইঞ্চি বা ৬৪২.৩ মিটার। আর এটি আছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ড রেকর্ডস প্রামান্য ধরা হলে ভারতের দীর্ঘতম শাড়িটি রয়েছে চেন্নাইয়ের শ্রী পার্শ্ব পদ্মাবতী ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী বসন্ত গুরুদেব শক্তিপীটধীপথ-এর কাছে। এ শাড়ি উপসর্গ করা হয়েছিল জৈন দেবী পদ্মাবতীকে। চেন্নাইয়ের কুমারণ সিল্ক এ শাড়িটি তৈরী করেছিল ১৮ দিনে। ৩ জন বিশেষজ্ঞ একটি মেশিনেই বুনেছিলেন শাড়িটি এবং দাবি করা হয় যে, ১৮ দিন টানা ২৪ ঘন্টা কাজ করেই শাড়িটি বোনা হয়। এর আগে দীর্ঘতম শাড়ির গিনেস বুক অফ ওয়ার্ড রেকর্ডসটি ছিল কোচির 'সিমন্তি' নামের একটি দোকানের। সিমন্তি শাড়িটি ১,৫৮৫ ফুট দীর্ঘ এবং চেন্নাইয়ের পঠি নামক একটি সংস্থার। এ শাড়িটি টানা ২ মাস ১৯ দিন ধরে বোনা হয়েছিল। একজন ডিজাইনারের তত্ত্বাবধানে বুনেছিলেন ১২০ জন তাঁতী। আবার সিমন্তি যে শাড়িটির রেকর্ড ভেঙেছিল তার দৈর্ঘ্য ছিল ১,২৭৬ ফুট।

পাখিদের জন্য বিমানবন্দর

পরিযায়ী পাখিরা যেন দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়ার ফাঁকে বিশ্রাম নিতে পারে সেজন্য একটি 'বিমানবন্দর' তথা অভয়ারণ্য তৈরি করেছে চীন। সম্প্রতি এ অভয়ারণ্যের নকশা প্রকাশ করা হয়েছে। চীনের বন্দরনগরী তিয়ানজিনে পরিযায়ী পাখিদের জন্য তৈরি করা হচ্ছে এ অভয়ারণ্য। অঞ্চলটি 'ইস্ট এশিয়ান-অস্ট্রেলেশিয়ান ফ্লাইওয়ে'র মধ্যে অবস্থিত। পরিযায়ী পাখিরা বিশ্বের যে নয়টি ফ্লাইওয়ে ব্যবহার করে, এটি তার একটি। প্রতি বছর ৫০ মিলিয়ন পরিযায়ী পাখি এ ফ্লাইওয়ে দিয়ে যায়। বলা হচ্ছে, এটি হবে পাখিদের জন্য তৈরি বিশ্বের প্রথম বিমানবন্দর। অভয়ারণ্যটি ৩১ হেক্টর জায়গার উপর গড়ে তোলা হবে। সেখানে পাখিদের আশ্রয় নেয়ার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা রাখা হবে। পাখিগুলো প্রধানত জলচর হওয়ায় সেখানে থাকবে লেক, থাকবে ঘাসের মতো ছোট উদ্ভিদের সমারোহ ইত্যাদি। এছাড়া প্রায় ২০ হেক্টর এলাকাজুড়ে থাকবে বন।

আলো বিকিরণকারী ব্যাঙ

আর্জেন্টিনার আমাজন অববাহিকায় সন্ধান মিলেছে এমন একটি ব্যাঙ, যার শরীর থেকে আলোর বিকিরণ ঘটে। এটাই বিশ্বের প্রথম আলো বিকিরণকারী ব্যাঙ। বুয়েন্স আয়ার্সের বার্নার্দিভো রিভাদভিয়া ন্যাচারাল সায়েন্সেস মিউজিয়ামের বিজ্ঞানীরা এ ব্যাঙের আবিষ্কারক। সাধারণ আলোতে প্রতিপ্রভা এ ব্যাঙটিকে ম্যাটমেটে ধুসর-সবুজাভ মনে হবে, আর গায়ে লাল ছোট ছোট ফোঁটা। কিন্তু ঝকঝকে অতি বেগুনী আলোকরশ্মি পড়লে এটি উজ্জ্বল সবুজ রঙ ধরে। আর গা থেকে আলো বিকিরিত হতে থাকে। ১৩ মার্চ ২০১৭ বিজ্ঞানীরা তাদের এ আবিস্কারের খবরটি প্রকাশ করেন।

আদিমতম প্রাণের সন্ধান

কানাডার নুভভুয়াগিত্তিক এলাকায় ৩৭৭-৪২৮ কোটি বছর আগেকার অণুজীবাশ্ম লুকিয়ে ছিল পাথরের খাঁজেই। মানুষের চুলের চেয়েও পাতলা এ অণুজীবের জীবাশ্মটি পাওয়া গেছে স্ট্রয়ের মতো একটি টিউবের আকারে। খালি চোখে একে দেখা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীদের দাবি, এটাই এখন পর্যন্ত হদিস মেলা পৃথিবীর আদিমতম অনুজীব-জীবাশ্ম।

প্রাচীনতম উদ্ভিদ

সম্প্রতি ভারতে ১৬০ কোটি বছর আগের শিলার খাঁজে জন্ম নেয়া একটি বিশেষ প্রজাতির শৈবাল আবিস্কৃত হয়েছে। শৈবালগুলো যে এলাকায় জন্ম নিত সে এলাকাটি লাল রঙে ভরে থাকত। অগভীর সমুদ্রতটের কাছে এদের জন্ম হয়েছে। এর আগে সবচেয়ে প্রাচীন শৈবালের জীবাশ্ম বাল্টিক সাগরে পাওয়া যায়, যা ছিল ১২০ কোটি বছর আগের। তারও আগে ভারতে সবচেয়ে প্রাচীন উদ্ভিদের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল, যার বয়স ছিল ৪০ কোটি বছর।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী প্রাণী

অস্ট্রেলিয়ায় পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী প্রাণীর খোঁজ মিলেছে। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় রোটনেস্ট দ্বীপে এ প্রাণীর বাস। বিড়াল আকারের এ প্রাণীটি দেখতে অনেকটা ক্যাঙ্গারুর মতো। স্থানীয়রা এ প্রাণীটিকে 'কুয়োকা' কলে ডাকে। 'কুয়োকা' আদর পেতে পছন্দ করে। এটি মিশুক প্রকৃতির প্রাণী। এটি মানুষের সাথে মিশতে চায়। তবে বিরূপ আবহাওয়ায় এ প্রাণী টিকে থাকতে পারে না। মানুষের কোনো ক্ষতিও করে না এ প্রাণী। এটি ফলজাতীয় খাবার খায়।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশ

০১.০৩.২০১৭ ॥ বুধবার

– জাতীয় সংসদে পাশ হয় 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিল ২০১৭'।

– আন্তঃরাষ্ট্রীয় কমিশন গঠনে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

– ১৩২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার আটটি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সুবিধার উদ্বোধন করা হয়।

০৪.০৩.২০১৭ ॥ শনিবার

– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

– ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৬৫তম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

০৫.০৩.২০১৭ ॥ রবিবার

– ঢাকার হাতিরঝিল প্রকল্প এলাকায় বেআইনিভাবে গড়ে তোলা BGMEA'র ১৬ তলা ভবন ভেঙ্গে ফেলতে সর্বোচ্চ আদালতের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন খারিজ করে আপিল বিভাগ।

– যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক মুখ্য উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম ই টড দু'দিনের সফরে ঢাকা আসেন।

০৬.০৩.২০১৭ ॥ সোমবার

– দেশের ১৪ উপজেলা ও চার পৌরসভা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।

০৭.০৩.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার

– জাতীয় সংসদে পাস হয় 'বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল বিল ২০১৭'।

০৮.০৩.২০১৭ ॥ বুধবার

– জাতীয় সংসদে পাস হয় 'বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন বিল ২০১৭'।

১১.০৩.২০১৭ ॥ শনিবার

– একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত ও নৃশংস হত্যাকান্ডকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালনের জন্য জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গৃহীত।

– দশম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশন সমাপ্ত।

১২.০৩.২০১৭ ॥ রবিবার

– বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রথমবারের মতো সংযুক্ত দুই সাবমরিন 'নবযাত্রা' ও 'জয়যাত্রা'র আনুষ্ঠানিক কমিশনিং।

১৪.০৩.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার

– গভীর সমুদ্রের ১২ নং ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য দক্ষিণ কোরীয় কোম্পানি পোসকো দাইয়ুর সাথে উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি (PSC) স্বাক্ষর করে সরকার। গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে এটাই প্রথম চুক্তি।

১৫.০৩.২০১৭ ॥ বুধবার

– শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোর পি সারা ওভাল মাঠে নিজেদের শততম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে বংলাদেশ।

– রূপপুর পরমানু বিদ্যুৎ প্রকল্পের স্পেন্ট ফুয়েল বা ব্যবহৃত জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে চুক্তির খসড়া বাংলাদেশ এবং রাশিয়া অনুমোদন ও অনুস্বাক্ষর করে।

১৬.০৩.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার

– বন্ধ থাকা ৬০টি রেল স্টেশন চালু হয়।

১৯.০৩.২০১৭ ॥ রবিবার

– টেস্ট ইতিহাসের চতুর্থ দল হিসেবে নিজেদের শততম টেস্টে জয়লাভ করে বাংলাদেশ।

২২.০৩.২০১৭ ॥ বুধবার

– গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

২৫.০৩.২০১৭ ॥ শনিবার

– প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে 'গণহত্যা দিবস' পালিত হয়।

২৬.০৩.২০১৭ ॥ রবিবার

– ৪৭তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হয়।

২৮.০৩.২০১৭ ॥ মঙ্গলবার

– বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে প্রথমবারের মতো কৌশলগত সংলাপ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

বিদেশ

০২.০৩.২০১৭ ॥ বৃহস্পতিবার

– উত্তর কোরীয় নেতার সৎ ভাই কিম জং ন্যামের হত্যাকাণ্ডের জেরে দেশটির সাথে ভিসামুক্ত ভ্রমণ চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেয় মালয়েশিয়া।

০৬.০৩.২০১৭ ॥ সোমবার

– ৬টি মুসলিমপ্রধান দেশের নাগরিকদের ৯০ দিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে নতুন এক সংশোধিত নির্বাহী আদেশ জারি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

১৩.০৩.২০১৭ ॥ সোমবার

– ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত BREXIT বিল।

১৫.০৩.২০১৭ ॥ বুধবার

– নেদারল্যান্ডসের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।

– ৬টি মুসলিমপ্রধান দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংশোধিত দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করে হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের ফেডারেল কোর্টের বিচারক ডেবিক ওয়াটসন।

২২.০৩.২০১৭ ॥ বুধবার

– লন্ডনে পার্লামেন্ট অধিবেশন চলাকালীন অতর্কিত ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৫ জন নিহত।

২৫.০৩.২০১৭ ॥ শনিবার

– প্রথম ব্যাংক নোট মুদ্রণ কোম্পানী চালু করে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

২৯.০৩.২০১৭ । ।বুধ

– আনুষ্ঠানিকভাবে BREXIT প্রক্রিয়া শুরু করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তেরেসা মে।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

ছড়া-কবিতা

মাগো তোমায় ভালবাসি
মোঃ শামীমুল ইসলাম

হিমালয় পর্বত আর নায়েগ্রার জলপ্রপাত আমি দেখিনি,
স্নেহময়ী মায়ের মায়াভরা রূপসী বাংলা আমি দেখেছি।
ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ভ্রমণের সাধ জাগেনি কখনো,
রূপসী বাংলার রূপ লাবন্যের কাছে আজও তা হার মানানো।
ইউফ্রেটিস, তাইগ্রিস, টেমস, মিশিশিপির পানিতে স্নান করিনি–আমি,
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা গৌরি, শীতলক্ষার স্রোতধারায় স্নিগ্ধ হয়েছি আমি।
নিক্সন, লিংকন, ম্যান্ডেলা, আইউব, ইয়াহিয়ার শাসন আমি দেখিনি,
বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের ভালবাসা আমি পেয়েছি।
প্যারিস, লন্ডন, জাকার্তা, দিল্লী, জেনেভা, বাগদাদ আমি ঘুরে দেখেনি,
ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ঘুরে রূপসী বাংলাকে আমি দেখেছি।
''ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে বাংলা ছাড়া কোথাও"–এ কথা আমি শুনিনি;
রক্ত দিয়ে মায়ের ভাষায় কথা বলার দেশ–বাংলাকেই খুঁজে পেয়েছি।
পৃথিবী জুড়ে সাম্য, মৈত্রী, মিতালী আর অসাম্প্রদায়িক দেশ আমি খুঁজেছি;
লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দেশ আমি বাংলাকেই খুঁজে পেয়েছি।
জীবনের পথে পথে ঘুরে করি কুর্নিশ জন্মভূমির তরে;
শহীদদের স্মরণে শির উঁচু করে গগন বিদারী কণ্ঠে বলি।
মাগো তোমায় ভালবাসি
হে জন্মভূমি বাংলা–আমি তোমায় ভালবাসি ॥

আহব্বান
-মারিয়া ইসলাম

এ দেশ শুধু বাঙালির দেশ
অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ।
অন্তরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে
শ্যামল নিলীমায় অপূর্ব প্রাকৃতিক রেশ
মণি-মুক্তা ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে বেশ।

এসো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়
এদেশ মাতৃকাকে নব উদ্দিপনায় গড়ি
ভালবাসার আত্মার বন্ধনে হাতে হাত
রেখে এ পথ চলি - দৃপ্ত পদক্ষেপে ॥

প্রথম আইসিটি এ্যাডভান্স কোর্স ২০১৭

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ১ম আইসিটি অ্যাডভান্সড কোর্স ২৩-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে ৮ জন প্রশিক্ষক ও ৩৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। কোর্সের কোর্স লিডার ছিলেন জনাব এ এইচ এম মুহসিনুল ইসলাম, এলটি, প্রশিক্ষক হিসেবে স্কাউটার কে এম ইউসুফ আলী লিপন, সিএএলটি, স্কাউটার কিংসলি গমেজ, উডব্যাজার, স্কাউটার মোঃ শরীফ হোসেন, উডব্যাজার, স্কাউটার ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ, উডব্যাজার, স্কাউটার অলক চক্রবর্তী, উডব্যাজার, স্কাউটার মোঃ মামুনুর রশীদ, সিএএলটি সম্পন্ন, কোয়ার্টার মাস্টার হিসেব স্কাউটার মোঃ হামজার রহমান শামীম, সিএএলটি সম্পনকারী কাজ করেছেন। কোর্সটি ৬ দিনের শিডিউল অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণে ব্যবহারিকের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীগণ ফেসবুকে একটি গ্রুপ তৈরি করে। শেষদিনে অংশগ্রহণকারীগণ একটি ওয়ার্ড ফাইলে অগ্রদূতের একটি প্রতিবেদন, এক্সেল ফাইলে সেলারী স্টেটমেন্ট এবং পাওয়ার পয়েন্টে একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করে। সকলেই এ ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স নিয়মিত আয়োজন করার জন্য বলেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটি পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন। আইসিটি প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়ার জন্য মতবিনিময় ও প্রোগ্রামে যুবদের চাহিদাকে কেন্দ্র করে আইসিটিকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য জোড় দিতে বলেন। তিনি আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে যুব সমাজকে প্রশিক্ষিত করে তুলার জন্য বলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ পত্র বিতরণ করেন কোর্স লিডার জনাব জনাব এ এইচ এম মুহসিনুল ইসলাম, এলটি।

কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

■ সংবাদ প্রেরক: মো. হামজার রহমান শামীম
সহকারি পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ফরিদপুর জোন

খেলাধুলা

ক্রিকেটে আসছে নতুন নিয়ম

ক্রিকেটে আসছে নতুন কিছু নিয়ম। নতুন সেই নিয়মগুলো অক্টোবর ২০১৭ থেকে কার্যকর হবে বলে ৬ মার্চ ২০১৭ ঘোষণা দেয় ক্রিকেটের আইনপ্রণেতা সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি)।

পরিবর্তন হয়ে যাওয়া নিয়মগুলো:

- ব্যাটের আকার ছোট করা হবে। প্রয়োজনে ‘ব্যাট গজ’ দিয়ে মেপে দেখা হবে ব্যাট। এ নিয়ম অনুযায়ী ব্যাটের প্রস্থ ১০৮ মিলিমিটারের (৪.২৫ ইঞ্চি) বেশি হতে পারবে না। সর্বোচ্চ ৬৭ মিলিমিটার পুরু হতে পারবে কোনো ব্যাট। আর কিনারা হবে ৪০ মিলিমিটার।
- অতিরিক্ত আবেদন আর আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত বিরোধিতা করলে সতর্ক করে দেয়া হবে খেলোয়াড়দের। একই অপরাাধ দ্বিতীয়বার করলে পাঁচ রান করে জরিমানা করা হবে।
- আম্পায়ারকে হুমকি দেয়া বা সহিংসতা দেখালে আম্পায়ার নির্দিষ্ট ঐ খেলোয়াড়কে সাময়িক সময়ের জন্য বা চূড়ান্তভাবে মাঠ থেকে বের করে দিতে পারবেন।
- প্রতিপক্ষ কোনো খেলোয়াড়ের সাথে ইচ্ছা করে ধাক্কা খেলে বা কারও দিকে বল ছুঁড়ে মারলে পাঁচ রান করে জরিমানা করা হবে।
- ‘মানকড় আউট’ -এর ক্ষেত্রে বোলারদের সুবিধা আরও বাড়ছে। বোলার বোলিং করার সময় নন-স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান উইকেট থেকে বেরিয়ে এলে তাকে রানআউট করতে হলে বোলারকে আগে ক্রিজে ঢুকতে হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ক্রিজে না ঢুকেই বোলার ঐ ব্যাটসম্যানকে রানআউট করতে পারবেন।
- ক্রিকেটে মোট আউট দশ থেকে কমে নয়ে চলে আসছে। বল ডেড হওয়ার আগে ব্যাটসম্যান হাত দিয়ে বল ধরলে ফিল্ডারদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ‘হ্যান্ডল দ্য বল’ আউট দেয়া হতো। এ আউট থাকছে, তবে তা এখন ‘অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড’ আউটের আওতায় আনা হবে। ‘হ্যান্ডল দ্য বল’ আউটটি তাই আর থাকছে না।
- ব্যাটসম্যান নিরাপদ সময়ে ক্রিস পার হওয়ার পর আবারও যদি তার ব্যাট বা শরীর শূন্যে ভেসে ওঠে, সে সময় উইকেট ভেঙে দিলেও নটআউট থাকবেন ঐ ব্যাটসম্যান। একবার নিরাপদে ক্রিজে ঢুকে পড়াটাকেই গণ্য করা হবে।

আইসিসি’র বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটার পুরস্কারের নামকরণ

‘মেয়েদের ক্রিকেটের ডব্লিউ জি গ্রেস’ নামে খ্যাত ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার র‍্যাচেল হেহো ফ্লিন্ট। ২০১০ সালে প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসি হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন তিনি। সম্প্রতি আইসিসি বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটার পুরস্কারের নামকরণ করে ফ্লিন্টের নামে।

শততম টেস্টে বাংলাদেশের অর্জন

- বিশ্ব ক্রিকেটের চতুর্থ দল হিসেবে নিজেদের শততম টেস্টে জয় পায় বাংলাদেশ। অন্য ৩ দল- অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান।
- শততম টেস্টে সর্বোচ্চ দলীয় রানের নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ে বাংলাদেশ; ৪৬৭। এর আগে ১৯১২ সালে নিজেদের শততম টেস্টে সর্বোচ্চ ৪৪৮ রান করেছিল অস্ট্রেলিয়া।
- অষ্টম ক্রিকেটার হিসেবে দেশের শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করার কীর্তি গড়ে সাকিব আল হাসান। অন্য ৭ জন-

১. চার্লস কেলেওয়ে (অস্ট্রেলিয়া)
২. ওয়ারেন বার্ডসলি (অস্ট্রেলিয়া)
৩. বিলি ওয়েড (দ. আফ্রিকা)
৪. বেভান কংডন (নিউজিল্যান্ড)
৫. ব্রায়ান হেস্টিংস (নিউজিল্যান্ড)
৬. মজিদ খান (পাকিস্তান) ও
৭. গ্রায়েম ক্রেমার (জিম্বাবুয়ে)

এর মধ্যে কংডন ও ক্রেমার দেশের শততম টেস্টে সেঞ্চুরী করা দুই অধিনায়ক।

আইপিএল ২০১৭

৫ এপ্রিল ২০১৭ থেকে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (IPL)-এর দশম আসর। ৮টি দলের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২১ মে ২০১৭। বাংলাদেশ থেকে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ২ জন ক্রিকেটার- কলকাতা নাইট রাইডার্সে সাকিব আল হাসান ও সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদে মোস্তাফিজুর রহমান।

শততম টেস্টের মাইলফলকে বাংলাদেশ

নিজেদের শততম টেস্টের বৃত্তপূরণ করেছে বাংলাদেশ। ১৫-১৯ মার্চ ২০১৭ কলম্বোর পি সারা ওভালে শ্রীলংকার বিপক্ষে অনুষ্ঠিত টেস্টটি মাইলফলক হয়ে থাকবে বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে।

শততম টেস্টের ১১ জন

মুশফিকুর রহিম (অধিনায়ক), তামিম ইকবাল (সহ-অধিনায়ক), সাকিব আল হাসান, ইমরুল কায়েস, সৌম্য সরকার, সাব্বির রহমান, মেহেদি হাসান মিরাজ, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, মোস্তাফিজুর রহমান, তাইজুল ইসলাম ও শুভাশীষ রায়।

■ **ক্রীড়া প্রতিবেদক, অগ্রদূত**

স্বাস্থ্য কথা

ভিটামিন পর্যালোচনা

ভিটামিন হলো খাদ্যে জরুরি কিছু ছোট জৈব অণু। ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (ভিটামিন বি কমপেক্স। যেমন : বি২, ফলিক এসিড, বি১২, ভিটামিন সি ইত্যাদি) এবং চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (ভিটামিন ডি, এ, ই কে)। ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়। অবসন্নতা, ছোট শ্বাস, ক্লান্ত ত্বক, মাথা ঘোরা, অনিয়ন্ত্রিত হার্টবিট- এগুলো ভিটামিনের অভাবের লক্ষণ।

চলুন জেনে নেয়া যাক দেহে বিভিন্ন ভিটামিনের কাজ, অভাবজনিত রোগ এবং উৎস সম্পর্কে।

ভিটামিন 'এ'

কাজ: দৃষ্টি শক্তি স্বাভাবিক রাখে, ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য্য রক্ষাসহ দেহের সার্বিক বৃদ্ধি ঘটায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

অভাবজনিত রোগ: রাতকানা, ত্বকে শুষ্ক ও খসখসে ভাব, কেরাটোম্যালেসিয়া, দেহের বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

উৎস: ডিম, মাখন, পনির, গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, গাজর, লাল শাক, বাধা কপি, মটরশুটি ইত্যাদি।

ভিটামিন 'বি'

কাজ: বি-ভিটামিন সমূহ রক্তের লোহিত কনিকা তৈরিতে অবদান রাখে। শর্করা জাতীয় খাদ্যের বিপাকে সহায়তা করে, স্নায়ু কোষের খাদ্যপ্রাণ হিসাবে কাজ করে।

অভাবজনিত রোগ: বেরি বেরি, রক্ত শূন্যতা, মুখ ও জিহ্বার ঘা সহ পরিপাক তন্ত্রের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

উৎস: অংকুরিত ছোলা, আটা চাউলের উপরে পাতলা আবরণ, টমেটো, মটরসুটি, পেয়াজ, লিভার, মাংস, ডিম ও দুধ।

ভিটামিন 'সি'

কাজ: রক্ত জমাট বাধা ও ক্ষতস্থান সারাতে সাহায্য করে। দেহের টিস্যু (কলা)গঠনে সাহায্য করে। দেহের প্রয়োজনীয় লৌহ ও অন্যান্য মিনারেল শোষণ ও আত্তীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। হাড় ও দাঁতের গঠনে সাহায্য করে।

অভাবজনিত রোগ: স্কার্ভি (দাঁতের মাড়ির রোগ), হাড় দুর্বল, রক্তপাত হতে পারে, ঘনঘন সর্দি কাশি ইত্যাদি রোগ।

উৎস: সকল প্রকার টাটকা টক জাতীয় ফল যেমন কমলা লেবু, টমেটো, আমলকী, লেবু, জাম, কাঁচা তেতুল, পেয়ারা, টাটকা শাক-সবজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'ডি'

কাজ: হাড় ও দাঁতের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মজবুত করে। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণে সাহায্য করে।

অভাবজনিত রোগ: রিকেট, অস্টিও ম্যালেসিয়া, বিলম্বে দাঁত উঠা।

উৎস: দুধ, মাখন, ডিম, ইলিশ মাছের তেল, কডলিভার অয়েল, অস্থি মজ্জা, আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি (সূর্যের আলো)।

ভিটামিন 'ই'

কাজ: শরীরের ক্ষত স্থান সারাতে সাহায্য করে। লোহিত রক্ত কনিকাকে অক্সিজেন বহনে সাহায্য করে। প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায়।

অভাবজনিত রোগ: অকালে চুল পড়া, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস।

উৎস: বাদাম, শস্য বীজ, তুলার বীজের তৈল, সবুজ শাক-সবজি, লেটুস ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'কে'

কাজ: রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে। অস্থি সমূহ শক্ত ও মজবুত রাখে।

অভাবজনিত রোগ: কেটে গেলে রক্তপাত দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সহজে জমাট বাধে না।

উৎস: বিভিন্ন প্রকার ডাল, সবুজ শাক-সবজি, গাজর, টমেটোতে পাওয়া যায়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বাংলাদেশ স্কাউটসের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কার্যক্রম

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও দিনটি উদযাপিত হয়। এবার নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ' নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা/বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা'। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ। মজুরী বৈষম্য, কর্মঘন্টা নির্ধারণ এবং কর্মক্ষেত্রে বৈরী পরিবেশের প্রতিবাদ করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউয়ইয়র্কের সুতা কারখানার একদল শ্রমজীবী নারী। তাঁদের ওপরে দমন-পীড়ন চালায় মালিক পক্ষ। নানা ঘটনার পরে ১৯০৮ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ও রাজনীতিবিদ ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে প্রথম নারী সম্মেলন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘ দিনটি নারী দিবস হিসেবে পালন করছে। তখন থেকেইবিভিন্ন দেশে নারীর সংগ্রামের ইতিহাসকে স্মরণ করে দিবসটি পালন করা হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এই দিনটিকে যথ যথ গুরুত্ব দিয়ে পালন করে। এই দিবসের কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং) জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর নাজমা শামস, সভাপতি, গার্ল ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, চিত্রাংকন, রচনা প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ডেক্সটপ পাবলিশিং প্রশিক্ষণ কোর্স

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ এম এম আলী সুজা

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এবং সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকার সহযোগিতায় ২৩-২৬ মার্চ, ২০১৭ সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় রোভার স্কাউট ও ইয়াং এডাল্ট লিডারদের জন্য চারদিন ব্যাপী "ডেক্সটপ পাবলিশিং প্রশিক্ষণ" কোর্স সম্পন্ন করা হয়। কোর্সে ২৬জন রোভার স্কাউট ও ইয়াং এডাল্ট লিডার (পুরুষ ও মহিলা) অংশগ্রহণ করেন। ২৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার কোর্সের উদ্বোধন করেন। ২৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে অধ্যক্ষ সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট জনাব এম এম আলী সুজা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার, জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার, জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় উপ কমিশনার। কোর্সে রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ ইউছুফ আলী লিপন, জনাব মোঃ আলী হোসেন, জনাব মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, জনাব গোলাম মোহাম্মদ ফরহাদ, জনাব পঙ্কজ কুমার সুত্রধর। কোর্সের বিষয়সমূহ: ১০ আঙ্গুলে টাইপ, বেসিক প্রিন্টিং, ডেক্সটপ পাবলিশিং সম্পর্কে ধারণা, এমএস ওয়ার্ড/ এক্সএল, গ্রাফিক ডিজাইন, রিফ্লেকশন, ১০ আঙ্গুলে টাইপ, ফটোগ্রাফি, ফটোশপ, ফটোশপ টুল পরিচিতি, নতুন ফাইল খোলা ও সেভ করা, পাথ, লেয়ার, টাইপ কালার কারেকশন, ভিগনেট-সেড, রিফ্লেকশন, ১০ আঙ্গুলে টাইপ, ইলাস্ট্রেটর, ইলাস্ট্রেটর টুল পরিচিতি, নতুন ফাইল খোলা ও সেভ করা, পাথ, লেয়ার, টাইপ কালার কারেকশন, ভিগনেট-সেড, ইলাস্ট্রেটর, ইলাস্ট্রেটর টুল পরিচিতি, নতুন ফাইল খোলা ও সেভ করা, গ্রাফ-চার্ট তৈরী, ভিগনেট-সেড, টেক্সট ফরমেট রিফ্লেকশন, ইলাস্ট্রেটরে পেজ মেকিং, ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটর তুলনা, একটি প্যাড ও একটি ভিজিটিং কার্ড তৈরী করা, রিফ্লেকশন, ১০ আঙ্গুলে টাইপ, পেপার, কালি, বাইন্ডিং, ইঞ্চি-মিলিমিটার-পাইকা-পয়েন্ট, পেজ মেকিং,ইন-ডিজাইন ইন-ডিজাইন টুল পরিচিতি, নতুন ফাইল খোলা ও সেভ করা, পেজ মেকিং, কি ভাবে পেজ লে-আউট করা হয়, রিফ্লেকশন, ১০ আঙ্গুলে টাইপ, ইন-ডিজাইন, গ্রাফ-চার্ট তৈরী, ভিগনেট-সেড, টেক্সট ফরমেট, পেজ মেকিং, একটি ক্যাশ মেমো ও একটি ৭.২৫/৯.৫ ইঞ্চি পৃষ্ঠা ফমেট করা, রিফ্লেকশন, ১০ আঙ্গুলে টাইপ, ইন-ডিজাইন-ফটোশপ-ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করে অগ্রদুতের একটি পৃষ্ঠা লে-আউট করা, রিফ্লেকশন, ইন-ডিজাইন-ফটোশপ-ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করে অগ্রদুত মার্চ সংখ্যার কভার লে-আউট করা ইত্যাদি।

জাতীয় এডাল্টস ইন স্কাউটিং নীতি বিষয়ক ওয়ার্কশপ

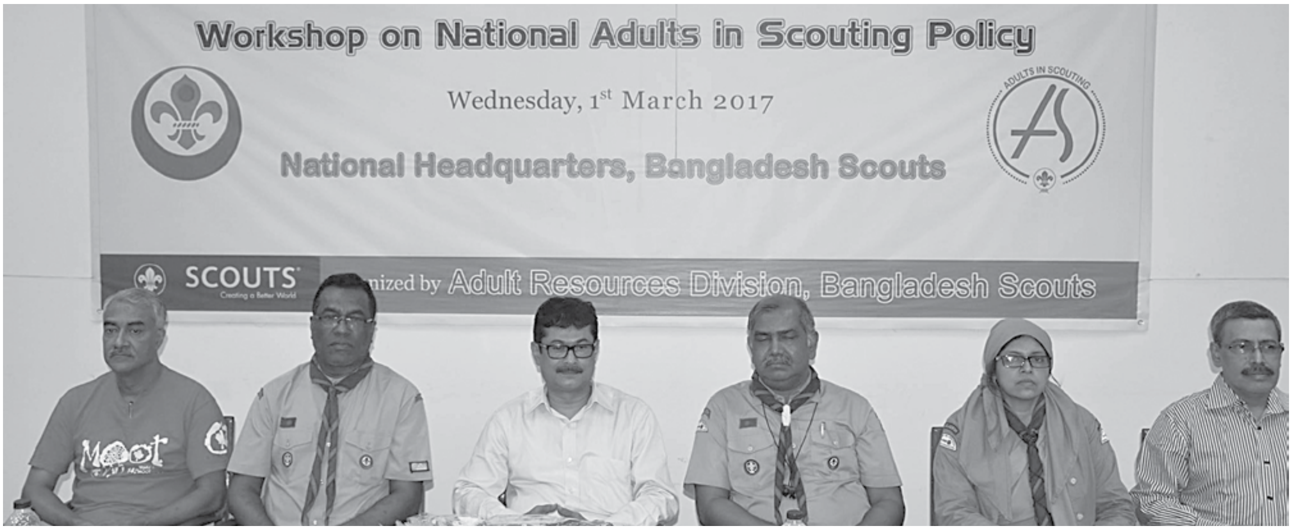

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ১ মার্চ ২০১৭ তারিখে জাতীয় এডাল্টস ইন স্কাউটিং নীতি বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ডাঃ মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক, সভাপতি, এডাল্ট রিসোর্সেস বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মেসবাহ উদ্দিন ভূইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন)। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস), ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)। ওয়ার্কশপে বিভিন্ন অঞ্চলের ৪০ জন প্রতিনিধি ও ইয়াং লিডার অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার ও প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন শেষে 'জাতীয় এডাল্টস ইন স্কাউটিং নীতি' বিষয়ে আলোচনা করেন প্রফেসর ডাঃ মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক, 'এডাল্ট ইন স্কাউটিং ও বাংলাদেশ স্কাউটস' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, 'এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আলোকে এডাল্ট ইন স্কাউটিং ' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মেসবাহ উদ্দিন ভূইয়া, 'জাতীয় এডাল্টস ইন স্কাউটিং নীতি বাস্তবায়নে বয়স্ক নেতাদের ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মুহ. তৌহিদুল ইসলাম, জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন)। গ্রুপ আলোচনা ও সুপারিশ এর মাধ্যমে ওয়ার্কশপের সমাপ্তি হয়।

৩৬তম সহকারী লিডার ট্রেনার কোর্স (CALT) সম্পন্ন

৯ থেকে ১৫ মার্চ, ২০১৭ তারিখে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ বিভাগের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ৩৬তম সহকারী লিডার ট্রেনার কোর্স (CALT) সম্পন্ন হয়েছে। কোর্সে বাংলাদেশ স্কাউটসের ১২টি অঞ্চল থেকে ৪৯জন ইউনিট লিডার ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব জামিল আহমেদ, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্স লিডারকে ১৪জন দক্ষ ট্রেনার কোর্স বাস্তবায়নে সহায়তা করেন। কোর্সের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস।

জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে অফিসার্স ক্লাব, ঢাকায় ১৭ মার্চ, ২০১৭ তারিখে আমরা স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা পুলিশ ব্লাড ব্যাংক ও বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার ২০তম ব্যাচ যৌথভাবে আয়োজন করে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আর্থ আওয়ার এক ঘণ্টা

দুনিয়ার বিখ্যাত সব স্থাপনাসহ লাখো-কোটি মানুষের বাড়িঘরে ২৫ মার্চ, ২০১৭ তারিখে রাত ৮.৩০ মিনিট থেকে রাত ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত এক ঘন্টা। এই এক ঘন্টা শুধু পৃথিবীর জন্য। জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রকৃতি রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসেই এই আলো নিভিয়ে রাখা। এই কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্য পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ স্কাউটসের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় এই দিবস পালন করা হয়েছে।

আঞ্চলিক ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং ওয়ার্কশপ

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ১৯ মার্চ, ২০১৭ তারিখে জেলা স্কাউট ভবন, রংপুরে "ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং" বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হতে ৬২জন লিডার অংশগ্রহণ করেন। জনাব মাহবুবুল আলম প্রামানিক, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (এডাল্ট ইন স্কাউটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের সভাপতিত্বে ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর জেলা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরিফুল ইসলাম মিঠু, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল । ওয়ার্কশপে ইমেজ অ্যান্ড ব্রান্ডিং, স্কাউটিং গ্রোথ, স্কাউটিং এর গ্রোথ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ, কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যম বিষয়ে এবং স্কাউটিংয়ের গুনগত মানবৃদ্ধির কৌশল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। ট্রাডিশনাল মিডিয়া ও নন ট্রাডিশনাল মিডিয়া, ট্রাডিশনাল মিডিয়া চ্যানেল, স্কাউটিং কার্যক্রমে ট্রাডিশনাল মিডিয়া ও নন ট্রাডিশনাল মিডিয়া কিভাবে ব্যবহার করা যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর লিডার ট্রেনার ও সাবেক জাতীয় কমিশনার স্কাউটার ডাঃ মির্জা আলী হায়দার ২২ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ৬৪ বছর বয়সে ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন);

আমরা বাংলাদেশ স্কাউটসের কর্মকর্তা ও কর্মচারি ও *অগ্রদূত*-এর অগণিত পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষ থেকে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকাহত পরিবারের গভীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

-সম্পাদক

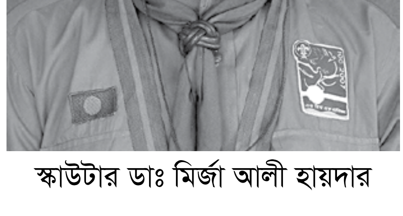

স্কাউটার ডাঃ মির্জা আলী হায়দার

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

করিমগঞ্জ ছোবহানীয়া ফাজিল মাদ্রাসা স্কাউট ইউনিটের সদস্যরা পালন করেছে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ উপলক্ষে ২৬ মার্চ সকালে মাদ্রাসার পুরাতন ক্যাম্পাস থেকে এক র‌্যালি বের করে স্কাউট সদস্যরা। পরে করিমগঞ্জ পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কুচকাওয়াজে অংশ নেয়। এ সময় স্কাউট দলের ৪ উপদলের ২৩ সদস্যের মাদ্রাসা ইউনিট মনোমুগ্ধকর মার্চপার্সে অংশগ্রহণ করে। পরে মাদ্রাসার মূল ক্যাম্পাসে এক বিশেষ ট্রুপ মিটিংয়ে অংশনেয় স্কাউট ইউনিটের সদস্যরা। এ সময় স্কাউটের চারটি উপদলের সদস্যদের নিয়ে ইউনিট লিডার মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল ট্রুপ মিটিংয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। করিমগঞ্জ ছোবহানীয়া ফাজিল মাদরাসা স্কাউট ইউনিটের গ্রুপ সভাপতি অধ্যক্ষ মাও, আব্দুল বারীসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ২৬শে মার্চ এর বিশেষ ট্রুপ মিটিংয়ে মাদ্রাসার স্কাউট ইউনিট লিডার মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল জেলায় শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় ইউনিটের সদস্যরা তাকে অভিনন্দন জানায়। একই সাথে আব্দুল আউয়ালকে ক্রেস্ট প্রদান করায় জেলা প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস

করিমগঞ্জ ছোবহানীয়া ফাজিল মাদ্রাসা স্কাউট ইউনিটের সদস্যরা পালন করেছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস। এ উপলক্ষে ১৭ মার্চ সকালে এক আনন্দ র‌্যালি বের করে মাদরাসা স্কাউট ইউনিট। স্কাউট ইউনিটের সভাপতি মাদরাসার অধ্যক্ষ মাও.আব্দল বারীর নেতৃত্বে পুরাতন মাদরাসা ক্যাম্পাস থেকে র‌্যালি বের হয়ে পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শেষে করিমগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে তৈরী করা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন করা হয়। এ সময় স্কাউটের চারটি উপদলের সদস্যদের নিয়ে ইউনিট লিডার মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল জাতির জনকের স্বরণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে উপজেলা পরিষদ ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে করিমগঞ্জ ছোবহানীয়া ফাজিল মাদরাসা স্কাউট ইউনিটের ঘুঘু উপদলের সদস্য মোঃ সায়েম প্রথমস্থান অধিকার করে। পরে তার হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলেদেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আছমা আরা বেগম।

করিমগঞ্জে ছোবহানীয়া ফাজিল মাদ্রাসার স্কাউটবৃন্দ

■ খবর প্রেরক: এম এ আউয়াল মুন্না
করিমগঞ্জ সংবাদাতা, কিশোরগঞ্জ

ময়মনসিংহে ডে-ক্যাম্প ও দীক্ষা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ জেলার লেতু মন্ডল উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট দল আয়োজিত একদিনের স্কাউট ক্যাম্প ও দীক্ষা অনুষ্ঠান গত ৯ মার্চ ২০১৭ তারিখ স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ডে ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে ময়মনসিংহ জেলার স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউটগ্রুপ এবং চন্দপাড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপের প্রায় ১৫০ স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট সদস্য।

পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে উক্ত স্কাউট ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন লেতু মন্ডল উচ্চ বিদ্যালয়ের রেক্টর স্কাউটার রফিকুল ইসলাম। পরে তিনটি দলের নবাগত স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট সদস্যদের দীক্ষা প্রদান করেন স্ব স্ব ইউনিট লিডারগণ। দিনব্যপী বিভিন্ন স্কাউট কার্যক্রমের মধ্যে পাইওনিয়ারিং, বাঁধা অতিক্রম হাইকিং ও স্কাউট ওন এবং দিনশেষে তাবুজলসার আয়োজন করা হয়। স্কাউট কর্মকান্ডে সহযোগিতা করেন স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের রোভার সদস্যরা। ক্যাম্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কাউটার ফজলে খোদা মো: নাজির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ সদর উপজেলা স্কাউটস এর সম্পাদক স্কাউটার মোফাছিরুর রহমান মঞ্জু, জেলা স্কাউট লিডার স্কাউটার এ এস এম মোকাররম হোসেন সরকার, স্কাউটার রুহুল আমীন, স্কাউটার বিদ্যুৎ কুমার নন্দী, স্কাউটার আমেনা বেগম চম্পাসহ অন্যান্যরা। আগুণ জ্বালিয়ে তাবু জলসা অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ। পরে উপদল ভিত্তিক স্কাউটরা নাচ, গান, জারী ও অভিনয় প্রদর্শণ করে। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে সনদপত্র বিতরণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় এক দিনের স্কাউট ক্যাম্পের।

■ খবর প্রেরক: মোঃ সাকিব
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ

ঠাকুরগাঁও জেলা স্কাউটসের ৭ম সমাবেশ

সমাবেশের উদ্বোধন করছেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রমেশ চন্দ্র সেন

৭ম জেলা স্কাউট সমাবেশ ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুরাগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে। সমাবেশ উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুল আওয়াল। সমাবেশে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ৬৪। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও মহাতাঁবু জলসার মধ্য দিয়ে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

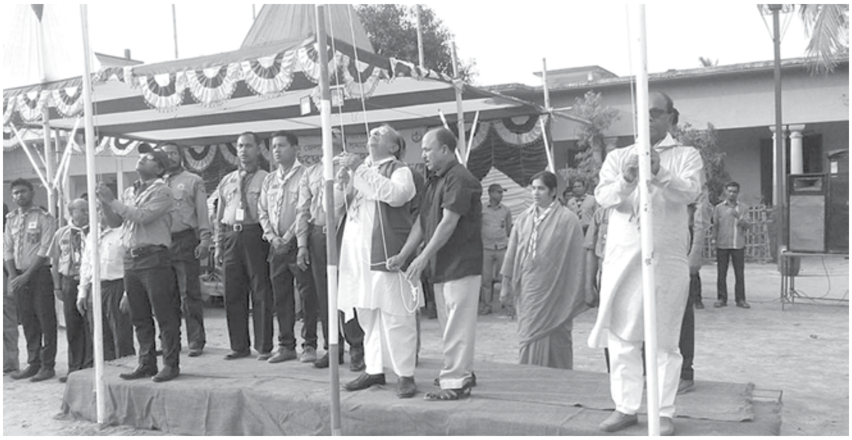

ঠাকুরগাঁও-এ কাব লিডার বেসিক কোর্স

২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ০২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় ও ঠাকুরগাঁও সদরের ব্যবস্থাপনায় সু-সম্পন্ন হল ৬৪ ও ৬৫তম কাব লিডার বেসিক কোর্স। সদরের মথুরাপুর পাবলিক হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত ৬৪তম কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন খন্দকার খায়রুল আনম এএলটি। তাঁকে সহায়তা করেন মুহাঃ জালাল উদ্দীন এলটি, আখতারুজ্জামান সাবু, সুধীর চন্দ্র বর্মন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চলের আঃ রহিম সিকদার, সুরাইয়া বেগম, হায়দার গনি, আফরোজা খাতুন ও আব্দুল মান্নান প্রমুখ। কোর্সে ৪৫ জন শিক্ষর্থীর মধ্যে ১৭ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

ভিন্ন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত ৬৫তম কোর্সে ফইজুল ইসলাম কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন রমেশ চন্দ্র বর্মন এএলটি, আরিফ হোসেন চৌধুরী, এএলটি, আ. মালেক সরকার, মোছা. রহিমা খাতুন, সুলতানা আরজুমা হক, মোঃ আতিয়ার রহমান প্রমুখ। এই কোর্সে ৫০ জন অংশ্রহণকারীর মধ্যে ২১ জন মহিলা অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

উভয় কোর্সে উদ্বোধনী, সমাপনী ও মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ জহুরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ঠাকুরগাঁও, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঠাকুরগাঁও, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঠাকুরগাঁও সদর।

মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক দর্শক এবং জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক পরিবেশিত বিভিন্ন উপস্থাপনা উপভোগ করেন।

রাজিবপুরে কাব বেসিক কোর্স

১৮ থেকে ২২ মার্চ ২০১৭ বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস রাজিবপুর (কুড়িগ্রাম) উপজেলার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৭৪তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স।

কুড়িগ্রাম জেলাধীন রাজিবপুর বি.এম কলেজে অনুষ্ঠিত এই কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন খন্দকার খায়রুল আনম, এএলটি। তাঁকে সহায়তা করেন মোঃ সেকেন্দার আলী, এএলটি, দেওয়ান রাশেদা খানম, এএলটি, সুলতানা আরজুমা হক, মোরাক্কের আলম, আ. ন. ম শফিউজ্জামান, আবু বকর সিদ্দিক, মোঃ জহুরুল ইসলাম ও আব্দুর রউফ আকন্দ।

কোর্সে মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল লতিফ খান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুড়িগ্রাম। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান, রাজিবপুর উপজেলা ও ইউএনও রাজিবপুর।

কোর্সে ৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১০ জন মহিলা ছিলেন।

১০ম বগুড়া জেলা স্কাউট সমাবেশ-২০১৭

১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে বগুড়া জেলা স্কাউটসের আয়োজনে বগুড়া জিলা স্কুল ও আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে ৫ দিনব্যাপী ১০ম বগুড়া জেলা স্কাউট সমাবেশ-২০১৭ এর উদ্বোধন করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ভিলেজ পতাকা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে জেলা সমাবেশের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার মোঃ নুর-উর রহমান। তিনি বলেন, স্কাউটরা উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ, মাদক, বাল্য বিবাহসহ সকল সামাজিক কুপ্রথা সমাজ থেকে বিতারিত করবে। সেই সাথে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে স্কাউটরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। উদ্বোধনী আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বগুড়ার জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ স্কাউটস বগুড়া জেলার সভাপতি মোঃ আশরাফ উদ্দিন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বগুড়ার পুলিশ সুপার মোঃ আসাদুজ্জামান বিপিএম, বগুড়া জেলা আওয়ামীলীগ এর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্জ মোঃ মমতাজ উদ্দিন (সিআইপি), বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ লিয়াকত আলী, জেলা স্কাউটসের কমিশনার মোঃ হোসেন আলী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা স্কাউটসের সম্পাদক জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), বগুড়া, মোঃ আশরাফুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সুফিয়া নাজিম, বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব সহকারি কমিশনার নাহিয়ান আহমেদ, জেলা শিক্ষা অফিসার গোপাল চন্দ্র সরকার, জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ রমজান আলী আকন্দ প্রমুখ।

আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন ফারজানা রহমান ও গোলাম কবির। উদ্বোধনী আলোচনা শেষে সুফিয়া নাজিম ও জাফ্রিনা নাজনীনকে উডব্যাজ স্কার্ফ ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এর পর ধুনট পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও বগুড়া জিলা স্কুল উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করে।

১০ম বগুড়া জেলা স্কাউট সমাবেশ-২০১৭ এর সমাবেশ থীম "শান্তি ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে স্কাউটিং"। মূল এরিনার নাম দেয়া হয়েছে "বঙ্গবন্ধু এরিনা"। মূল এরিনাকে ২টি ভিলেজ ও চারটি সাব ক্যাম্পে বিভক্ত করা হয়েছে। সমাবেশ চীফ বাংলাদেশ স্কাউটস বগুড়ার কমিশনার মোঃ হোসেন আলী।

ভিলেজ-১ বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর এর ভিলেজ চীফ জনাব সুফিয়া নাজিম ও ডেপুটি ভিলেজ চীফ মোছাঃ রাবেয়া খাতুন, বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমান সাব ক্যাম্প এর সাব ক্যাম্প চীফ মোছাঃ আঞ্জুমান আরা বেগম (এলটি) ও ডেপুটি সাব ক্যাম্প চীফ ঃ শাহানা আক্তার সীমা- (উডব্যাজার), বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল সাব ক্যাম্প এর সাব ক্যাম্প চীফ মোঃ আব্দুল হান্নান (এনটিসি), ডেপুটি সাব ক্যাম্প চীফ ঃ মোঃ জুলফিকার আলী (উডব্যাজার), ভিলেজ - ২ বীরশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার অ্যার্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন এর ভিলেজ চীফ জনাব মোঃ আনওয়ার হোসেন,ডেপুটি ভিলেজ চীফ ঃ রমজান আলী আকন্দ, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ এর সাব ক্যাম্প চীফ মোঃ ওহিদুর রহমান (এএলটি) ও ডেপুটি সাব ক্যাম্প চীফ মোঃ রুহুল ইসলাম (উডব্যাজার), বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী নূর মোহাম্মদ শেখ এর সাব ক্যাম্প চীফ মোঃ ছায়েদ আলী (এলটি) ও ডেপুটি সাব ক্যাম্প চীফ আব্দুল হান্নান (এএলটি)। সকাল ৭টায় ভিলেজ চীফ ও সাব ক্যাম্প চীফ নিজ নিজ ভিলেজ ও সাব ক্যাম্প এর পতাকা উত্তোলন করেন। এ ছাড়াও বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান এর নামে একটি প্রদর্শনী পল্লী করা হয়েছে।

৫ দিনে স্কাউট এবং গার্ল- ইন স্কাউট সদস্যরা মোট ৯টি চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করবে। চ্যালেঞ্জগুলো হলো প্রগতি-১ সুস্থ থাকি, প্রগতি-২ থাকব ভালো, প্রগতি-৩ আমরা করব জয়, প্রগতি-৪ ক্রীড়া কৌশল, প্রগতি-৫ মেধা বিকাশ, প্রগতি-৬ দেখব এবার জগৎটাকে, প্রগতি-৭ এসো শিখি, প্রগতি-৮ নিজেকে জান, প্রগতি-৯ আনন্দ আনন্দ।

ইতিমধ্যে জেলার ৯৬টি ইউনিট তাঁবুতে অবস্থান নিয়েছে। ১৩টি মেয়েদের ইউনিট অংশগ্রহণ করেছে। প্রত্যেকটি ইউনিটে ৮ জন স্কাউট এবং ১ জন ইউনিট লিডার অংশগ্রহণ করেছে। জেলা সমাবেশে ৫০ জন কর্মকর্তা ও জেলার বিভিন্ন কলেজ থেকে মোট ২৫ জন রোভার স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেছে।

৪ মার্চ মহাতাঁবু জলসার মধ্য দিয়ে এই মহাযজ্ঞ শেষ হয়।

■ খবর প্রেরক: সিজুল ইসলাম
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, বগুড়া জেলা রোভার

আমিনূর রহমান খান রোভার ডেন-এর নামফলক উন্মোচন

জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের রোভার ডেন এর নামকরণ কলেজের সিনিয়র রোভার মেট বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আমিনূর রহমান খানের নামে করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ ১৮ মার্চ ২০১৭ শনিবার সন্ধ্যায় কলেজ ক্যাম্পাসে স্থাপিত এ রোভার ডেন-এর নামফলক উন্মোচন করেন।

জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজে সিনিয়র রোভার মেট বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আমিনুর রহমান খান রোভার ডেন-এর নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে দোয়া প্রার্থনা

এ উপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যায় জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের অডিটরিয়ামে রোভার ডেন - এর নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মুজাহিদ বিল-াহ ফারুকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম।

প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম বলেন, এই কলেজের সিনিয়র রোভার মেট বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আমিনুর রহমান এমন মানুষ ছিলেন যে, তাঁর ভালোবাসা আর আন্তরিকতা পেয়ে আমরা সবাই তার ভক্ত হয়ে যাই। কাব স্কাউটস থেকেই তাঁকে আমি একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে দেখে এসেছি। তিনি অনেক অনেক ভালো মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশ স্কাউটস আন্দোলনে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা হয়তো থাকবোনা। কিন্তু হাজার বছর ধরে থাকবে এই কলেজ। কলেজ যতদিন থাকবে মরহুম আমিনুর রহমান খানের নাম ও গুণের কথা ততদিন থাকবে। তাঁর স্মরণে শুধু জামালপুরে নয় জাতীয়ভাবেও আরও কিছু করতে হবে।

মির্জা আজম বলেন, জামালপুরের দুই প্রয়াত শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ সুজাত আলীর নামে একটি একাডেমিক ভবন এবং অধ্যক্ষ আলতাফ হোসেনের নামে একটি ছাত্রাবাসের নামকরণের ব্যাপারেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জামালপুরে স্কাউটসের অনেক জায়গা রয়েছে। সেখানে আধুনিক স্কাউটস ভবন নির্মাণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানে যোগদানের পূর্বে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ এবং প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম সহ কর্মকর্তাগণ জামালপুর জেলা স্কাউটস ভবনে মিলিত হয়ে ভবন নির্মানের স্থান পরিদর্শন করেন এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মেজবাহ উদ্দিন ভূইয়ার সাথে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে রোভার ডেন এর নামফলক উদ্বোধকের বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জামালপুর সদর আসনের সংসদ সদস্য মো. রেজাউল করিম হীরা, জামালপুরের জেলা প্রশাসক মো. শাহাবুদ্দিন খান, জামালপুরের নবাগত পুলিশ সুপার মো. দেলোয়ার হোসেন, জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আইনজীবী মুহাম্মদ বাকী বিলাহ, সিনিয়র রোভার মেট বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আমিনুর রহমানের ভাই কামরুল হাসান খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে জামালপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরী ও জামালপুর পৌরসভার মেয়র মির্জা সাখাওয়াতুল আলম মণি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সারা জেলা থেকে রোভার ও স্কাউটস শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ অংশ নেন।

অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে রোভার স্কাউটবৃন্দ

■ খবর প্রেরক: মোঃ আকতার হোসেন
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

রোভার স্কাউট লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজে ০৬ জানুয়ারি ২০১৭ দিনব্যাপী স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সটি উদ্বোধন করেন সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী। কোর্সে জামালপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৬০জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন যারা পরবর্তীতে বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ করে নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোভার স্কাউট দল পরিচালনা করতে পারবেন। জেলার সকল কলেজ ও মাদ্রাসায় রোভার স্কাউট দল খোলার লক্ষ্যে এ ওরিয়েন্টেশন কোর্স আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলা রোভারের সম্পাদক আলহাজ্ব আলী আকবর ফকীর, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক স্বরুপ কুমার কাহালী, জামালপুর জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ স্কাউটার মোঃ মাসুদুল হাসান কালাম পিএস, স্কাউটার মোঃ রফিকুল ইসলাম রতন পিএস, প্রমুখ।

কর্মকর্তাগণ তাঁদের আলোচনায় বলেন যে, রোভার স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। বিগত কয়েক বছরে জামালপুর জেলা রোভারের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- রোভার মুট, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, বেসিক কোর্স, বিদ্যুৎ ক্যাম্প ইত্যাদি অধীকহারে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এর ফলে জামালপুর জেলা রোভারের সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে। ২৫-৩১ জানুয়ারি ২০১৭ গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠেয় জাতীয় রোভার মুটে জামালপুর জেলা থেকে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত ১৫টি রোভার দলের প্রতিনিধিগণও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ওরিয়েন্টেশন কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, লিডার ট্রেনার, বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জামালপুর জেলা রোভারের কমিশনার স্কাউটার কমল কান্তি গোপ এএলটি, স্কাউটার মোঃ গোলাম মাসুদ এএলটি, স্কাউটার মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাবের উডব্যাজার। বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলার সহকারী পরিচালক মোঃ আকতার হোসেন এএলটি কোর্সটি বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আকতার হোসেন
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

নওগাঁয় বিভাগীয় সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ

নওগাঁয় রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ মার্চ বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আয়োজনে ও বাংলাদেশ স্কাউটস নওগাঁ জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় সরকারি বি.এম.সি মহিলা কলেজে বেলা ১০টায় এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্কশপে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সংগঠন ও সম্প্রসারণ) অধ্যক্ষ এনামুল করিম শহীদ। ওয়ার্কশপের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা রোভারের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক ড. মো. আমিনুর রহমান, ওয়ার্কশপে কর্মকর্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল এর সহ-সভাপতি ও ওয়ার্কশপের উদ্বোধক প্রফেসর সন্তোস কুমার চৌধুরী, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের রাজশাহী বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি মো. আমিনুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও নওগাঁ জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর মো. আব্দুল মজিদ, বাংলাদেশ স্কাউটস নওগাঁ জেলা রোভার এর সম্পাদক ও ওয়ার্কশপের সার্বিক স্বমন্বয়কারী মো. নাসিম আলম সহ ৭টি জেলার ৩০জন জেলা রোভারের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের ক্যাম্প অফিসার আহমদ বাসেতুল হক ম্যাগনাস।

ওয়ার্কশপের জেলা ভিত্তিক সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা, জেলা স্কাউটস কমিটির পুনঃগঠন, জেলা স্কাউটস এর বার্ষিক কাউন্সিল সভার নিয়মিত অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১৪-১৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন, জেলাওয়ারি রোভার স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্তকরণ, রোভার জেলা স্কাউটস এর উপবিধি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আরমান হোসেন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, নওগাঁ

বগুড়ায় আর্থ আওয়ার পালিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বগুড়ায় সরকারি আজিজুল হক কলেজ রোভার গ্রুপের আয়োজনে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে আজ ২৫ মার্চ রাত ৮:৩০ থেকে ৯:৩০ মিনিট এক ঘন্টা বৈদ্যুতিক বাতি বন্ধ রাখার বা সীমিত রাখার আহ্বান জানিয়ে "আর্থ আওয়ার ২০১৭" পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে দুপুর ১২ টায় একটি র‌্যালি বের করা হয়। র‌্যালিটি রোভার ডেন থেকে বের হয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‌্যালিতে প্রধান আতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজ রোভার গ্রুপের গ্রুপ কমিটির সভাপতি ও কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ সামস্-উল আলম,রোভার গ্রুপের গ্রুপ লিডার সহকারি অধ্যাপক এনামুল হক, সহকারি অধ্যাপক আতিকুল আলম, শরীরচর্চা বিভাগের শিক্ষক আব্দুল আলিম, প্রভাষক ফিরোজ মিয়া, প্রভাষক আবু সাইদ, প্রভাষক জাহিদা বেগম, প্রভাষক সৈয়দা জান্নাতুন সায়মা,বগুড়া জেলা রোভারের সিনিয়র রোভার মেট ও অগ্রদূত প্রতিনিধি সিজুল ইসলাম,সাবেক সিনিয়র রোভার মেট মৌসুমি আক্তার ভাবনা, কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ, রোভার গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট রায়হান চৌধুরি, মোরশেদুর রহমান, শাকিল মিয়া, তাসলিমা সুলতানা, রোভার মেট আফসানা সুলতানা, আবুল খায়ের, জুবায়ের হোসেন, হান্নানুর রহমান, লিমন, তানভরি, জয়, মিরাব, পিংকি, রুম্পা, রাজিয়া প্রমুখ।

■ খবর প্রেরক: সিজুল ইসলাম
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, বগুড়া জেলা রোভার

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

স্কাউট মো. আশরাফ উদ্দিন অভি
সপ্তম শ্রেণি, গরীব-ই-নেওয়াজ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

স্কাউট জাকির হোসেন
অষ্টম শ্রেণি, বিএএফ শাহিন কলেজ, ঢাকা

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

* স্থাপিত ক্ষমতা : ১৪৮০ মেগাওয়াট
* বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা : ১৪০১ মেগাওয়াট
* চলমান ইউনিট সমূহ : মোট ১০টি
(স্টীম টারবাইন-৫টি, গ্যাস টারবাইন-১টি
গ্যাস ইঞ্জিন-১টি, সিসিপিপি-২টি মডিউলার-১টি)

চলমান প্রকল্প সমূহ

* আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (নর্থ)
* আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (ইস্ট)

আসন্ন প্রকল্প সমূহ

* পটুয়াখালী ৬২০x২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট
* আশুগঞ্জ ৮০ মেঃওঃ সোলার গ্রীড টাইড পাওয়ার প্ল্যান্ট

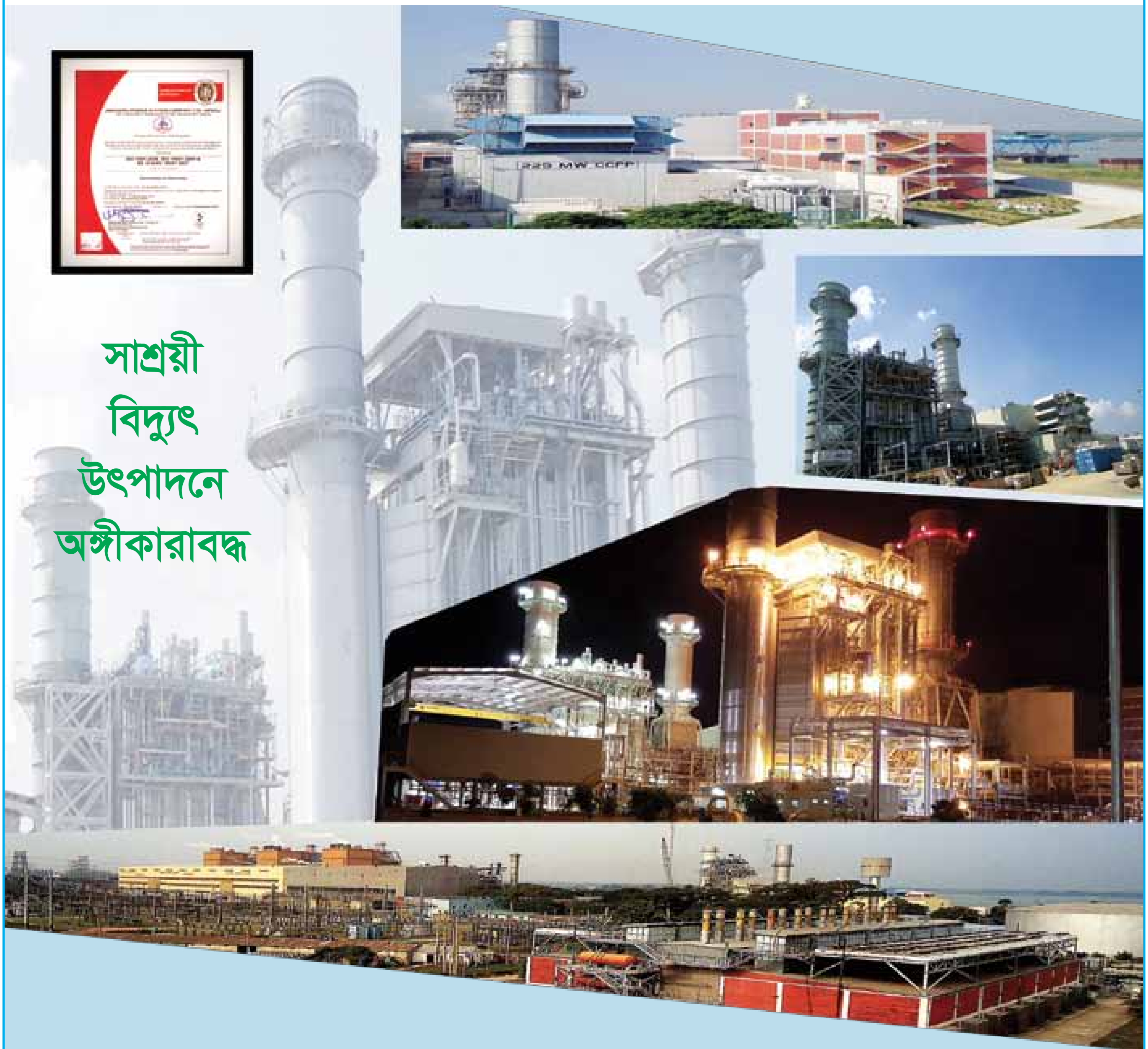

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০২, বাংলাদেশ
ফ্যাক্স : +৮৮-০৮৫২৮-৭৪০১৪, ৭৪০৪৪
E-mail : apscl@apscl.com, apsclbd@yahoo.com, Website : www.apscl.com

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 61, Issue 03, March-2017

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578